

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

আনলাইন সংস্করণ : www.jagardaily.com

JAGARAN ■ 18 July, 2020 ■ আগরতলা, ১৮ জুলাই, ২০২০ ইং ■ ৩ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder: J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

Sister Periodic নিশ্চিতের প্রতীক গুণ্ডা মশলা অল্পতেই যথেষ্ট সিঁস্টার স্বাদ ও গুণমানে প্রতি ঘরে ঘরে

চিরবিশুদ্ধ চিরনৃতন শ্যাম সুন্দর কোং জুরেলস



সীমান্ত এলাকায় লকডাউন। আখাউড়া আইসিপি সংলগ্ন স্থানে গুরুবীর তোলা নিজস্ব ছবি।

এখনও করোনাকে মুক্ত লাক্ষাদ্বীপ

কাকরাতি, ১৭ জুলাই (হি.স.)। সারা বিশ্বের পাশাপাশি করোনাকে মুক্ত লাক্ষাদ্বীপও মুক্ত করতে হলে। এই অবস্থায় এখনও করোনাকে মুক্ত লাক্ষাদ্বীপবাসী। দেশের সব প্রান্ত সংক্রমণ বেড়ে চললেও লাক্ষাদ্বীপে এখনও পর্যন্ত একজন করোনায় রোগীকে দেখা যায়নি।

জলে ডুবে এক শিশুর মৃত্যু অপরজন ভর্তি হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৭ জুলাই। বিগত এক সপ্তাহের অধিক সময় ধরে রাজ্যের পাশের থেকে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন এক মাসিক ভবঘুরে। খবর জানা যায়, উদয়পুর মহকুমার চেপ্টানারিয়ারে শ্যামসুন্দর কোং হোস্পিটাল থেকে একমাত্র মিত্র দুর্ভাগ্যে এক মাসিক ভবঘুরে ব্যক্তি রক্তাক্ত পাশে পড়ে রয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণে যোজনা পর্বত পর্যন্ত বিনামূল্যে দেওয়া হবে চাল ও ছোলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই। প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনা ত্রিপুরায় বিনামূল্যে চাল ও ছোলা সরবরাহ কর্মসূচি নভেম্বর পর্যন্ত বন্ধ করা হয়েছে। গুরুবীর সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্য ও জনস্বস্তির মন্ত্রী মনোজ কান্তি বেদে এই ঘোষণা করেছেন।

করোনার প্রভাব পড়বে না শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যের সরকারি কর্মচারীর পাবে ৩ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই। কোভিড-১৯ অতিমারি পরিস্থিতিতে আর্থিক অনটনের মধ্যেও ত্রিপুরায় সরকারি কর্মচারীদের প্রাপ্য ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হবে। দেশের অন্য রাজ্যের মতো করোনাকে বরণ করে নেওয়া কাটছাঁট করা হবে না। গুরুবীর সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।

আরও ১১৮ জন করোনাক্রান্ত সুস্থ হলেন ৪৯

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই। রাজ্যে আরও ১১৮ জন করোনাক্রান্ত সুস্থ হলেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্রব কুমার দেব গুরুবীর সোশ্যাল মিডিয়াই টুইট করে এই ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, এদিন ৪৫১০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ১১৮ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে।

বেসরকারীকরণে প্রতিবাদে জিরানীয়া রেল স্টেশনে বিক্ষোভ সিপিআইএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই। রেল বেসরকারীকরণের প্রতিবাদে সিপিআইএম এবং সি আই টি রাজ্যের বিভিন্ন স্টেশনে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল হয়েছে। গুরুবীর জিরানীয়া বিভাগীয় কমিটির পক্ষ থেকে জিরানীয়া রেলস্টেশনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে সিপিআইএম।

বেসরকারীকরণে প্রতিবাদে জিরানীয়া রেল স্টেশনে বিক্ষোভ সিপিআইএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৭ জুলাই। পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসামের করিমগঞ্জ জেলায় নিলামবাজারে টেন-বাহন মুখোমুখি সংঘর্ষ। তদন্তে মাঠে নেমেছে আরপিএফ। এলাকাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য। এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে বুধসপ্তাহের বিকল নাগাদ।

দিল্লিগামী বিমান স্থগিত, কলকাতার যাত্রীদের ভরসা আগরতলা বিমানবন্দর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই। করোনায় আক্রান্ত থেকে দিল্লি বিমান পরিষেবা স্থগিত রয়েছে। তাই, বহু যাত্রী দিল্লি যাওয়ার জন্য আগরতলা বিমানবন্দর-কে ব্যবহার করছেন। তাতে, কলকাতা-আগরতলা এবং আগরতলা-দিল্লি রুটে বিমানে যাত্রী সংখ্যা বেড়ে গেছে।

সীমান্তে লকডাউন লাগু, সীমানা নির্ধারণ নিয়ে জনমনে অসন্তোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই। সীমান্ত এলাকায় সম্পূর্ণ লকডাউন সীমানা নির্ধারণ নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। আগাম ঘোষণা ছাড়াই লকডাউনের সীমানা নির্ধারণের ব্যবসায়ী-রা লোকসানের মুখে পড়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

সীমান্তে লকডাউন লাগু, সীমানা নির্ধারণ নিয়ে জনমনে অসন্তোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই। সীমান্ত এলাকায় সম্পূর্ণ লকডাউন সীমানা নির্ধারণ নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। আগাম ঘোষণা ছাড়াই লকডাউনের সীমানা নির্ধারণের ব্যবসায়ী-রা লোকসানের মুখে পড়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

আগরতলায় হোটেল সেক্স রেকর্ডে আটক পাঁচ জোড়া কপোত কপোতি



নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই। দীর্ঘদিন ধরেই রাজধানীতে এসব অবৈধ যৌনচার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। গুরুবীর শহরের মারা চৌমুহনী তথা বি কে রোডে একটি হোটেলের অভিনয় চালিয়ে পুলিশ পাঁচ জোড়া কপোত কপোতিকে আটক করেছে।

বেসরকারীকরণে প্রতিবাদে জিরানীয়া রেল স্টেশনে বিক্ষোভ সিপিআইএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই। রেল বেসরকারীকরণের প্রতিবাদে সিপিআইএম এবং সি আই টি রাজ্যের বিভিন্ন স্টেশনে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল হয়েছে।

সীমান্তে লকডাউন লাগু, সীমানা নির্ধারণ নিয়ে জনমনে অসন্তোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই। সীমান্ত এলাকায় সম্পূর্ণ লকডাউন সীমানা নির্ধারণ নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে।

আগরতলায় হোটেল সেক্স রেকর্ডে আটক পাঁচ জোড়া কপোত কপোতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই। দীর্ঘদিন ধরেই রাজধানীতে এসব অবৈধ যৌনচার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। গুরুবীর শহরের মারা চৌমুহনী তথা বি কে রোডে একটি হোটেলের অভিনয় চালিয়ে পুলিশ পাঁচ জোড়া কপোত কপোতিকে আটক করেছে।

তেলিয়ামুড়ায় ফের বন্য হাতির তাড়ব তছনছ ফসল, ব্যাপক ক্ষতি কৃষকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই। বন্যহাতির তাণ্ডবে দিশেহারা তেলিয়ামুড়া বিভাগ এলাকায় হাতির তাড়ব ফসলের ক্ষতি করেছে। গুরুবীর শহরের মারা চৌমুহনী তথা বি কে রোডে একটি হোটেলের অভিনয় চালিয়ে পুলিশ পাঁচ জোড়া কপোত কপোতিকে আটক করেছে।

বেসরকারীকরণে প্রতিবাদে জিরানীয়া রেল স্টেশনে বিক্ষোভ সিপিআইএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই। রেল বেসরকারীকরণের প্রতিবাদে সিপিআইএম এবং সি আই টি রাজ্যের বিভিন্ন স্টেশনে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল হয়েছে।

সীমান্তে লকডাউন লাগু, সীমানা নির্ধারণ নিয়ে জনমনে অসন্তোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই। সীমান্ত এলাকায় সম্পূর্ণ লকডাউন সীমানা নির্ধারণ নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে।

## স্বপ্নের নৌপথ

ত্রিপুরা যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন যুগে যাত্রা শুরু করিল। সোনাডুয়ার গোমতীতে জাহাজ না আসিলেও চট্টগ্রাম বন্দর হইতেই পণ্য উঠানো করানো হইবে। কলকাতা বন্দর হইতে চট্টগ্রাম বন্দর পর্যন্ত জাহাজ আসিবে। সেখান হইতে সড়ক পথে ত্রিপুরায় পণ্য আনা হইবে। গোমতী নদীর নাব্যতা কম হওয়ায় জাহাজ চলাচল সম্ভব নহে। তাই মুখামন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের দেখানো স্বপ্ন পূরণ না হইলেও চট্টগ্রাম পর্যন্ত জলপথে পণ্য আমদানি রপ্তানীর সুযোগ আনিয়া দিল। কলকাতা বন্দর হইতে পণ্যবাহী জাহাজ রওয়ানা দিয়াছে। কেন্দ্রীয় জাহাজ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মানমুখ মান্দাভিয়া পরীক্ষামূলক এই পণ্য পরিবহণের সূচনা করেন। ঐতিহাসিক এই পদক্ষেপ ভারতীয় সামুদ্রিক ক্ষেত্র এবং উত্তর পূর্বপ্রদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটনাতে বলিয়া তিনি দাবি করেন। কলকাতা হইতে ওই পণ্য চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছাইবে। সেখান হইতে বাংলাদেশী ট্রাকে এইগুলি ত্রিপুরায় যাইবে। দুই কন্টেইনার রড পশ্চিম ত্রিপুরায় যাইবে এবং দুই কন্টেইনারে জল আসামের করিমগঞ্জে যাইবে। কেন্দ্রীয় জাহাজ রাষ্ট্রমন্ত্রী অনেক আশাবাদী শুনাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন এই নৌ রুট দুই দেশের জন্য নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলিয়া দিবে। বাংলাদেশের মাধ্যমে উত্তর পূর্বপ্রদেশের সঙ্গে যোগাযোগের স্বল্প দৈর্ঘ্যের রুট হিসাবে পরিচিতি লাভ করিবে।

পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অতীতেও ত্রিপুরাকে সাহায্যের হাত বাড়াইয়া দিয়াছে। অল্পপ্রদেশ হইতে জলপথে চাল আমদানির অনুমতি পরাজ হাতে দিয়াছে বাংলাদেশ। ত্রিপুরায় পালাটানায় বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু করিতে সাহায্যের হাত বাড়াইয়াছে হাসিনা সরকার। পালাটানার ভারী যন্ত্রাংশ চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর হইতেই সড়ক পথে ত্রিপুরায় আনা হইয়াছিল। চুক্তি ছাড়াও সময়ে সময়ে বাংলাদেশের নৌপথে ত্রিপুরা পণ্য পরিবহণে যে উদার সাহায্য পাইয়াছে তাহার তুলনা হয় না। এইবার বহু প্রতিশ্রুতি নৌরুট চালু হইয়া গেল। যদি এই রুটে পণ্য পরিবহণে ব্যয় কমতি হয় তাহা হইলে এই জলপথই ত্রিপুরার পক্ষে পছন্দের ও নিরর্থকযোগ্য হইবে। একথা সত্যি যে, রাজ্যের রেলপথ ও সড়ক পথে পণ্য পরিবহণে বন্ধিও বেশী। সম্ভবত নৌরুট রাজ্যের পরিবহণ ক্ষেত্রে নতুন সুবিধা আনিয়া দিবে। তবে, একথা মনিতে হইবে যে, বাংলাদেশের জলপথ ত্রিপুরার পক্ষে অনেক বেশী আশীর্বাদে। চট্টগ্রাম বন্দরকে নিয়া ত্রিপুরার তো অনেক দিনের স্বপ্ন। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার গেটওয়ে হইবে ত্রিপুরা। এই স্বপ্ন তো ডঃ মনমোহন সিং হইতে শুরু করিয়া অনেকেই দেখাইয়াছেন। ফেনি নদীর উপর সেতু নির্মাণের মধ্য দিয়া সরাসরি চট্টগ্রাম বন্দর হইতে পণ্য আমদানির স্বপ্ন তো ত্রিপুরার মানুষের মনে আশা জাগাইয়াছিল। এই সড়ক পথ চালুর ক্ষেত্রে বিলম্বের পিছনে কোন উদ্দেশ্য কাজ করিতেছে বলা মুশকিল। উত্তরপূর্বপ্রদেশের জন্য নতুন নৌরুট চালু হইলেও ফেনি নদীর সেই স্বপ্ন মানুষ ভুলিতে পারিবে না। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার গেটওয়ে হইবার স্বপ্নে ত্রিপুরার মানুষ অনেক আগেই বুক বাঁধিয়াছিলেন। আজ গোমতী নদীতে জাহাজের স্বপ্ন ও স্বপ্ন ভঙ্গের ঘটনা রাজ্যের মানুষ আশাহত হইয়াছেন এমন ভাবিবার কারণ নাই।

## সিইএসসি-র বিরুদ্ধে উত্তাল নেটিজেনরা

কলকাতা, ১৭ জুলাই (ছি. স.): বিক্ষোভ সমাবেশের ঘোষণা থেকে অভিযোগ সিইএসসি-র বিরুদ্ধে উত্তাল নেটিজেনরা। ফেসবুকে অজস্র পোস্টে উদ্দীর্ণ হুজুমে ফোঁড়। ২০ জুলাই সিইএসসি-র অফিসের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছে। এই ঘোষণাও হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে।

রত্নদীপ ভট্টাচার্য লিখেছেন, “সিইএসসি অঞ্চলভুক্ত সকল মানুষের একই অভিযুক্ত। তাই দরকার সংগঠিত প্রতিবাদ।” সাংবাদিক এসমেন দত্তর পোস্ট “অন্যফ ইজ অন্যফ। লেটস স্ট্যান্ড টুগেদার এগেনেস্টি দি ড্যাকোয়েট কলড সিইএসসি। পোস্ট করার ৫৪ মিনিট বাদে বেল্লা পৌনে তিনটায় লাক ও মন্তব্য যথাক্রমে ৮, ২।

পণ্ডিত কলাচার্য জয়ানন্দ ফেসবুকে লিখেছেন, “সারাদিনে ৪ ঘণ্টা দোকান খোলা থাকে। ৩ টে টিউব জ্বলে। পাখা চলে না। পুরো লকডাউনে দোকান বন্ধ ছিল এক মাসের বিল ৬২,৩৭০/-। রাখালরাজ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, “সিইএসসি-র বিলের পিছনে কেও কেও বলছেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কাবাবু দিদিমণির আঁকা পোর্চার ছবি ২০১৫ সালে দেড় কোটি টাকায় কিনেছে, দিদিমণি সমেত মোট তের জন মস্তুর ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গোটা ইউরোপ ট্রাভেল স্পনসর করেছ, ফিরে এসে ওই মাস থেকেই এক ইউনিট বিদ্যুতের মাম ৩৫ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছে-ইনাম হিসাবে দিদিমণি ওনাকে ‘বন্ধবিভূষণ’ পুরস্কার দিয়ে দিয়েছেন, নিশ্চিন্তে থাকুন আবারও দেবেন। সবই উন্নয়নের জোয়ার!”

একটি চ্যানেলের সাংবাদিক শুভজিৎ পতিতুভ লিখেছেন, “ওটা সিইএসসি-র বিল নয় পাগলা! মোহনবাগান (এটিকে) কেনার টাকা, গোয়েঙ্কা পাবলিকের পকেট কেটে তুলছে!” ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত অরিজিৎ কুতু লিখেছেন, “সিইএসসি লিমিটেড হ্যাভ ইউ স্টার্টেড রবারি ইন ব্রড ডেভেলপ্ট?”

সোনিয়া চৌধুরী সরকার লিখেছেন, “ক্যান এ লকড ফর ওভার ৯০ ডেজ ফ্ল্যাট গেট এন ইলেকট্রিসিটি বিল অফ অ্যাপ্রক্স ৪,০০০/-?” সৌরভ সিনহা লিখেছেন, “বাংলায় এসে ব্যবসা করছে, আর বাংলার মানুষ কে লুটছো? সিইএসসি অতি বাড় বেড়ানো। রোযানলে পড়বে।”

## শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পোর্ট নামাঙ্কিত বোর্ড বসলো হাওড়া ব্রিজের মাথায়

কলকাতা, ১৭ জুলাই (ছি. স.): বেশ কিছুদিন আগে পোর্ট রাষ্ট্রের এক অনুষ্ঠানে কলকাতায় এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অনুষ্ঠানে এসে তিনি জানান কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট-এর নাম বদল করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে নামাঙ্কিত করা হবে। সেই মতই শুক্রবার হাওড়া ব্রিজের মাথায় সেতুর নামে যে বোর্ড লাগানো ছিল সেখানে নয়া বোর্ড লাগানো হল। বোর্ডের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থাকা কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট এর নাম বদল করে দেখা হল শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পোর্ট। হাওড়া ব্রিজ বা রবীন্দ্র সেতু দেখাভালের দায়িত্ব কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের। ব্রিজ এর যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল। এদিন নতুন বোর্ড লাগানোর সেখানে কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের বদলে নতুন নাম লেখা হয় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পোর্ট।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কলকাতা সফরে পোর্ট ট্রাস্টের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ঘোষণা করেন কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের পরিবর্তিত নামের কথা। পরিবর্তিত নাম হিসাবে উঠে আসে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নাম। এরপরই পরিবর্তন হয় পোর্ট ট্রাস্টের নাম। কিন্তু শহরের প্রবেশদ্বার হাওড়া ব্রিজে এতদিন রবীন্দ্র সেতু লেখা বোর্ড থাকত কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের নাম। আজ কর্তৃপক্ষের তরফে সেই বোর্ড খুলে নতুন বোর্ড লাগানো হয়। ফলে এবার থেকে রবীন্দ্র সেতু লেখা বোর্ড কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের পরিবর্তে থাকবে শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি পোর্ট। হিন্দুস্থান সমাচার/মৌসুমী / কাকলি

# অ্যাথ্রো-ফেরেস্টি ঘূর্ণিঝড়ের আক্রমণও ঠেকাবে, সমৃদ্ধিও আনবে

### রাণা ঘোষদস্তিদার

আমফানোর আক্রমণ বেশ কিছুদিন আগে হয়েছে। প্রবন্ধের দেরি দেখে মনে প্রশ্ন জাগলে বলি, এক আমফানে গেরো কাটল না। আয়লা মনে আছে? সিঙ্গুর বিতর্কের সময় এই পত্রিকাতেই মনে করিয়েছিলাম, দক্ষিণবঙ্গ বৃহৎ শিল্প স্থাপনের জন্য নিরাপদ নয়। তার কিছু আগে সিঙ্গুর নামে একটি ঝড় এসে ঘুরে গেছিল বাংলাদেশের দিকে এবং বরিশাল, পটুয়াখালিতে তার সামনে কোনও টিনের চাল টিকতে পারেনি। কর্মসূত্রে ওই ঝড়ের তাণ্ডব সম্বন্ধে কিছু জান লাভ করায় সিঙ্গুরের আয়োজন সম্বন্ধে ওই খিঁশিয়ার দিতে হয়েছিল।

বস্তুত, অল্প প্রদেশ থেকে শুরু করে মায়ানমার অবধি বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী অঞ্চল বরাবরই ঘূর্ণিঝড় প্রবলএলাকা। ভারতের পশ্চিম উপকূলেও ঝড় আসে বটে, তবে তা ওই, নিসর্গের মত মৃদু, আর, পশ্চিমঘাটে ধাক্কা খেয়েই প্রায় অক্ষা পায়। পূর্ব ভারতের উপকূলে সম্ভবত ঝড়ের আনাগোনা এবং আক্রমণের বেগ ক্রমশ বাড়ছে। বিশ্ব উন্নয়ন এবং নির্বিচারের ম্যানগ্রোভ-সমেত উপকূলীয় অরণ্য ধ্বংস দুই ঝড় কারণ। প্রায়ই সিঙ্গুরের মত ভয়ানক ঝড় গুলি ফলে সময়ে গন্তব্য বদল করে ওড়িশা বা বাংলাদেশের দিকে চলে যেত বলেই বোধহয় এতদিন এ ব্যাপারে ততটা হেলদোল ছিল না। আমফানের পর কিছুটা হলেও, টনক নড়া উচিত। এখনই ব্যবস্থা না নিলে পরের বার অনেক বেশি ব্যুগতে হতে পারে। আর যে ব্যবস্থার কথা বলা হবে, তা যদি উ পরি হিসাবে উন্নয়নের উপায় হয়, তবে শোনা উচিত বই কি।

একটা কথা মনে নেওয়া ভালো, আমাদের সাইক্লোন গতিবেগ বা শক্তির বিচারে টাইফুন বা টর্নেডোর কাছাকাছি না গেলেও তাদের তুলনায় পণ্য আমাদের সাইক্লোনে দরং ক্ষয়ক্ষতি অনেক বেশি হয়। এর

প্রধান কারণ ঘিঞ্জি অথচ অপরিষ্কার জনপদ, মামুলি বাঁশ, চিনের চালের বাড়িঘরদোর ইত্যাদি, সাইক্লোন ঠেকানোর বন্দোবস্ত এবং অবশ্যই বিপদকালীন আশ্রয়ের অভাব। এখন নুন আনতে পাশ্চ ফুরোয়বার, তার থাকার জন্য তিনতলা পাকাবাড়ির নিদান বিভিদশ প্রত্যাহাত বিশেষজ্ঞরা দেবেন না হয়। সহজে করা যায় এমন উপায় বাতলাই।

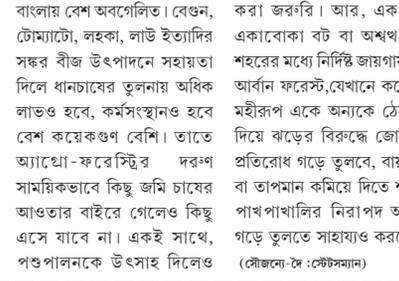
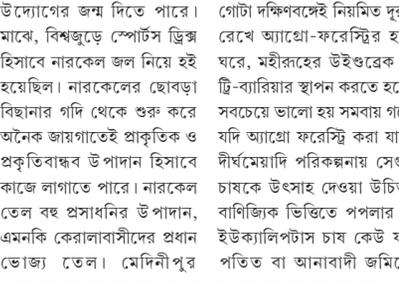
এক, ম্যানগ্রোভ অরণ্য একেবারে আবশ্যিক। ঝড় ঠেকাবার প্রাথমিক শর্ত এবং প্রধান সৈনিক। অপরিণামদর্শীদের হাতে ম্যানগ্রোভ ধ্বংস আটকাতে জনচেতনা বাড়াতে হবে যেমন, আরও চাই, এবং দ্রুত ম্যানগ্রোভ- নির্ভর কুটিরশিল্প গড়ে তুললে, কেটে সাফ করার বদলে জোরদার হবে ম্যানগ্রোভ অরণ্য। ম্যানগ্রোভ অরণ্য পর্যটন বাড়ুক না।

দুই, উপকূল এলাকায় শুধু মাছের ভেড়ি কেন হবে? দীর্ঘ মন্দারমণি গেলে চোখে পড়ে ধু ধু প্রআজ্ঞ, তার মাঝে মাঝে চিংড়ির ভেড়ি ইত্যাদি। রফতানি পণ্য যখন, চিংড়ি ইত্যাদির বেড়ি থাকুক, কিন্তু, মধ্যে মধ্যে অবশ্যই চাই নারকেল কাজ ইত্যাদির বাগিচা। একটি ভেড়ি থাকলে দুটি বাগিচা গড়ে ওঠা উচিত। কেবলমাত্র কয়ার বোর্ডের কাজকর্ম খতিয়ে দেখলে বোঝা

পাইকারি হারে প্রসাধনি দ্রব্যের কুটিরশিল্প গড়ে উঠতে পারে। নারকেল পাতা প্যাকেজিংয়ের কাজে লাগানো যায় কিনা দেখা হোক না। নারকেল কাঠ থেকে বায়োফুয়েল।

একইভাবে, কাজ বাগিচা কাজর মতো রফতানি পণ্যকে সুলভ করবে, কর্মসংস্থান এনে দেবে। কাজ ফল থেকে ইথালন। উৎপাদন করার গবেষণাপত্র প্রকাশ করলে শুধু চলবে না, বাণিজ্যিক উৎপাদন চাই। পাম তেল কি শুধু আমদানিই করবেন, না মেদিনী পুরের উৎপাদন এলাকায় অয়েল পামের বাগিচা হতে পারে কিনা পরীক্ষা করে দেখবেন?

করতে চান তবে তাও চলতে পারে। যাবড়ানেন না, যেখানে বৃ জলস্তর অনেক নিচে, বৃষ্টি হয় কম, সেখানে ইউক্যালিপ্টাস সমস্যা হতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের দ্রুত বাড়বে বলে চাহিকে পপলার বা ইউক্যালিপ্টাস জলদি উপার্জন এনে দেবে। অসময়ে খাদ্য জোগায় বলে মৌমাছি পালনে ইউক্যালিপ্টাস বেশ উপকারী। তবে, গাছ বেড়ে ওঠার সময়, চাহিকে একশো দিনের প্রকল্প ইত্যাদিতে সরকার সহায়তা দিতে হবে। পরিপূরক রোজগারের ব্যবস্থা করতে দক্ষিণবঙ্গের ধান ইত্যাদি ফিল্ড ক্রপের বদলে ফল, সজি ইত্যাদি শ্রমনিবিড় ফসল চাষের জন্য উৎসাহিত করতে



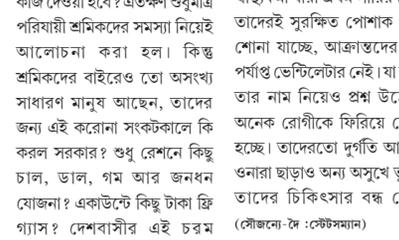
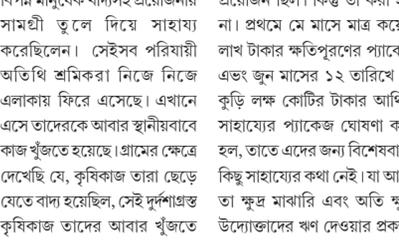
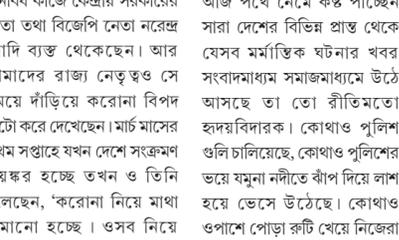
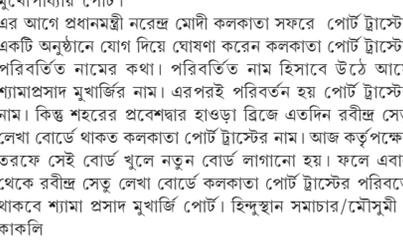
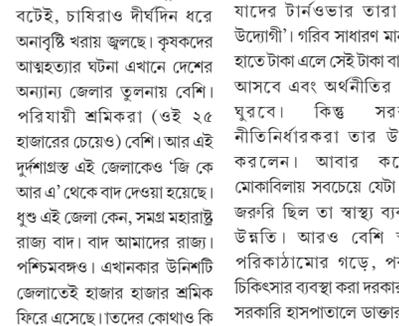
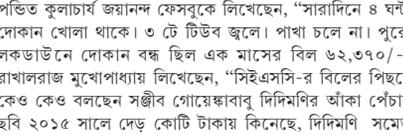
# করোনা সংকট মোকাবিলায় সরকারের ভূমিকা

### তপোময় ঘোষ

চরম বিপদের মধ্য দিয়ে চলেছি আমরা। সারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের দেশও করোনা ভাইরাসের আক্রমণজনিত সমস্যায় জর্জরিত। এতটাই সঙ্কটজনক যে, একদিকে প্রতিদিন হাজারহাজার মানুষ এই ভাইরাসের আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। অন্যদিকে এই রোগের আতঙ্কে আরোপিত কারণে সারা দেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তিন মাস যাবত বন্ধ। ফলে লক্ষ লক্ষ দেশবাসী কর্মচ্যুত, রাজহারাবিহীন, অসহায় জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। দেশের এই সর্বনাশের মুহূর্তে স্বাভাবিকভাবে তাই সরকারের ভূমিকা আলোচনায় চলে আসছে। গত বছর অর্থাৎ ২০১৯ এর নভেম্বর-ডিসেম্বর জুড়ে এই ভাইরাসের মারণ ক্ষমতার কথা আমরা জানতে পারলেও সরকার গুরুত্ব দেয়নি। আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল, ট্র্যাফিকের মতো অতি বিশিষ্ট অতিথিদের আপ্যায়ন, মধ্যপ্রদেশ সরকার গঠন ইত্যাদি নানবিধ কাজ কেবলই সরকারের নেতা তথা বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদি ব্যস্ত থেকেছেন। আর আমাদের রাজ্য নেতৃত্বও সে সময়ে দাঁড়িয়ে করোনা বিপদ খাটো করে দেখেছেন। মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে যখন দেশে সংক্রমণ ভয়ঙ্কর হচ্ছে তখন ও তিনি বলেছেন, ‘করোনা নিয়ে মাথা ঘামানো হচ্ছে। ওসব নিয়ে

রোলে কেটে মরেছে। তেলদানার বারো বছরের বালিকা জামলো মকদম না খেতে পেয়ে মরেছে। আর মুজাফফরপুর স্টেশনের সেই শিশুটির মায়ের চাদর ধরে টানটানি দৃশ্যত সারা দেশের মানুষকে কাঁদিয়ে ছেড়েছে। কিন্তু দেশবাসীর অনেকে তখন আর কিছু করার ছিল না। পথ চলতি এইসব বিপদ মানুষকে যারা তাদের সামান্য সামর্থ দিয়ে সাহায্য করতে পেরেছিলেন সেসব সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ব্যক্তিকেও ধন্যবাদ দিতে হয়। এদের কেউ কেউ নিজের এলাকায় ঘরবন্দি

হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঘন ঘন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ব্যয়, আর সঠিক মূল্যে ফসল বাজারজাত করার সমস্যার কারণে কৃষিকাজ চরম কুঁকিপূর্ণ ও অলাভজনক। আর সেজন্যই হাজারহাজার কৃষক সন্তান তাদের সাত পুরুষের পেশা ও ভিত্তি ছেড়ে একটু বেশি মজুরির আশায় দূর প্রবাসে পাড়ি দিয়েছিলেন। আজ আবার দেখাচ্ছে সেই সমস্যার আবের্তে তাকে প্রবেশ করতে হচ্ছে। এই লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য অনেক বেশি চিন্তা ভাবনার





# হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

## সময় মতো খাবার খাওয়ার উপকারিতা

সুস্থ থাকতে স্বাস্থ্যকর খাবারের পাশাপাশি খাবার খাওয়ার সময়সীমাও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে। স্বাস্থ্য-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে সময় মতো খাবার খাওয়ার উপকারিতা সম্পর্কে জানানো হল দেহে চক্র নিয়ন্ত্রণ করে: সঠিক পুষ্টি, উন্নত ঘুম চক্রো সুষংখল খাবার সময় ইত্যাদি বিষয়গুলো আমাদের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব এবং এগুলো মেনে চলা উচিত। এই অভ্যাসগুলোর মাধ্যমেই দেহে চক্র সৃষ্টিতে পরিচালিত হয়। তাই, দেহে চক্র সৃষ্টিতে পরিচালনার জন্য সঠিক সময়ে খাবার খাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।



করতে যত্ন সহায়তা করে। আর যত্নের কার্যকারিতার ওপর খাবার গ্রহণের সময় সীমা প্রভাব রাখে। রাত ১০টা বা তার পরে খাবার খাওয়া হলে তা ঘুমের সময়ে কাছাকাছি হয়ে যায়। ফলে শরীরে চাপ সৃষ্টি হয় এবং যত্ন ঠিক মতো নিশ্চিন্তের কাজ করতে পারে না। তাই এই প্রক্রিয়াকে সচল রাখতে রাতের সঠিক সময়ে খাবার খাওয়া জরুরি। তিন বেলার খাবারের মধ্যে আদর্শ বিরতি: খাবার ঠিক মতো হজম করতে শরীরের তিন থেকে চার ঘণ্টা সময় লাগে। তাই প্রতিবেলার খাবারের মাঝে চার

ঘণ্টার বেশি বিরতি রাখা উচিত নয়। এই বিরতি দীর্ঘ হলে অ্যাসিড সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। দুই বেলার খাবারের মাঝে নাস্তা হিসেবে হালকা কিছু বা ফল খাওয়া ভালো। তিন বেলার খাবারের মাঝে দুবার হালকা নাস্তা করা উচিত। খাবার গ্রহণের সঠিক সময়সীমাকালের নাস্তা: বিশেষজ্ঞদের মতে, সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর দুই ঘণ্টার মধ্যে নাস্তা সম্পন্ন করা উচিত। অন্যথায়, বিপাক হার হ্রাস পায়। যুগ থেকে ওঠার পর যত তাড়াতাড়ি নাস্তা করা হয় তা শরীরের জন্য তত বেশি উপকারি। দুপুরের খাবার:

হজম ক্রিয়া সবচেয়ে বেশি সক্রিয় থাকে ভোলা ১২টা থেকে দুইটার মধ্যে। তাই, এই সময়ে দুপুরের খাবার খাওয়া হলে তা ভালোভাবে হজম হয় এবং পুষ্টি শরীরে শোষিত হয়। ফলে সঠিকভাবে কাজ করতে পারে। রাতের খাবার: দুপুরের খাবারের সঙ্গে চার ঘণ্টা বিরতি রেখে রাত আটটার রাতের খাবার মধ্যে সম্পন্ন করা উচিত। এছাড়াও, রাতের খাবার ও ঘুমের সময়ের মধ্যে কমপক্ষে দুই ঘণ্টার বিরতি থাকা আবশ্যিক। এতে হজম ও ঘুম ভালো হয়।

## পেট ফোলাভাব কমাতে এড়িয়ে চলবেন যেসব খাবার

পেট ফাঁপা খুবই বিরক্তিকর ও যন্ত্রণাদায়ক। এর পেছনে রয়েছে অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস ও ভুল জীবনযাত্রা। এছাড়াও, বেশ কিছু খাবার পেট ফোলাভাব সৃষ্টির জন্য দায়ী। পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে পেট ফোলাভাব এড়াতে যে সকল খাবার বাদ দেওয়া উচিত সে সম্পর্কে জানানো হল। সাধারণত, গ্যাসের কারণে পেটে ফোলাভাব দেখা দেয়। এর ফলে পেট ব্যথা, ফাঁপা বা চেকুরের সমস্যা দেখা দেয়। অর্জিত খাবার ভাঙ্গনের ফলে বা খাওয়ার সময় বাতাস গ্রহণের ফলে পেট বায়ু জমে ও পেট ফাঁপার সমস্যা দেখা দেয়। পেট ফোলাভাবের অন্যতম কারণ হল অ্যাসিড সৃষ্টি, এছাড়াও অ্যাসিড ডায়বেসিস আন্টিবায়োটিক ওষুধ সেবনের কারণেও এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। এছাড়াও খাদ্যাভ্যাসের বেশ কিছু কারণেও পেট ফোলাভাব দেখা দেয়। কাবোর্নেটেড পানীয়: এতে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকে যা পান করার পরে পেটে প্রচুর পরিমাণে গ্যাসের সৃষ্টি করে। এই গ্যাস আবার পেটে আবদ্ধ থেকে হজমে সমস্যা করে। ফলে পেট ব্যথা দেখা দেয়। ডাল: ডাল প্রোটিন, আঁশ, স্বাস্থ্যকর



কাবোর্নেটেড পানীয়: এতে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকে যা পান করার পরে পেটে প্রচুর পরিমাণে গ্যাসের সৃষ্টি করে। এই গ্যাস আবার পেটে আবদ্ধ থেকে হজমে সমস্যা করে। ফলে পেট ব্যথা দেখা দেয়। ডাল: ডাল প্রোটিন, আঁশ, স্বাস্থ্যকর

কাবোর্নেটেড পানীয়: এতে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকে যা পান করার পরে পেটে প্রচুর পরিমাণে গ্যাসের সৃষ্টি করে। এই গ্যাস আবার পেটে আবদ্ধ থেকে হজমে সমস্যা করে। ফলে পেট ব্যথা দেখা দেয়। ডাল: ডাল প্রোটিন, আঁশ, স্বাস্থ্যকর

কাবোর্নেটেড পানীয়: এতে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকে যা পান করার পরে পেটে প্রচুর পরিমাণে গ্যাসের সৃষ্টি করে। এই গ্যাস আবার পেটে আবদ্ধ থেকে হজমে সমস্যা করে। ফলে পেট ব্যথা দেখা দেয়। ডাল: ডাল প্রোটিন, আঁশ, স্বাস্থ্যকর

## ত্বক উপকারী নানান ফল

বিভিন্ন ফল ত্বকে সরাসরি ব্যবহার করেও উপকার পাওয়া যায়। রসপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে ত্বকে বিভিন্ন রকমের ফল ব্যবহারের উপকারিতা সম্পর্কে জানানো হল। সিট্রাস ফল- কমলা, আপুর, লেবু এই ফলগুলো অম্লীয় এবং উচ্চ ভিটামিন সি সমৃদ্ধ। এই ভিটামিন ত্বককে প্রণ মুক্ত থাকতে ও ত্বক উজ্জ্বল করতে সাহায্য করে। সিট্রাস ফল ব্যবহার করা খুব সহজ। ফল কেটে টুকরা করে মুখে মালিশ করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। ত্বককে সিট্রাসের রস শোষণ করতে ১০ মিনিট সময় দিন এরপর সাধারণ পানি দিয়ে ত্বক পরিষ্কার করে ফেলুন। সতর্কতা: সিট্রাস ফল ব্যবহারের কারণে ত্বকে আলোক সংবেদনশীলতা দেখা দিতে পারে। তাই এটা ব্যবহারের কমপক্ষে এক ঘণ্টা পরে বাইরে বের হতে হবে। স্ট্রবেরি, আমলকী, বেরি, ধরনের ফল উচ্চ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা ত্বকের নানান উপকার করে। বেরিরাতে থাকা পলিফেনল ত্বককে পরিবেশ থেকে সুরক্ষিত রাখে এবং বাতাসের ছাপ কমায়। স্যালিসাইলিক



আসিড সমৃদ্ধ স্ট্রবেরি টুকরা করে কেটে ত্বক মালিশ করা যায়। এটা ত্বক এক্সফলিয়েট করে এবং ব্রন প্রদূর্ণ করে। ত্বকে স্ট্রবেরি ঘষার পরে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে মুখে পরিষ্কার করে ফেলুন। তৈলাক্ত ত্বকে দুই টেবিল-চামচ আমলকী গুঁড়া ও সামান্য গোলাপ জল মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করে মুখে মেখে ২০ মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন। ত্রীকাকালীন ফল- কমলা,

আনারস, পেঁপেএসব ফলে ত্বক উপকারী নানান রকমের ভিটামিন ও আর্দতা রক্ষাকারী উপাদান আছে। এই ধরনের ফল সরাসরি ত্বকে ব্যবহার করা যায়। ত্বক কোমল করতে ও প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা ফুটিয়ে তুলতে কলা চটকে ত্বকে মালিশ করুন। ১৫ মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলুন। মুখে হঠাৎ রেকআউট দেখা দিলে একটা তুলার বল আনারসের রসে

ধুয়ে আক্রান্ত স্থানে চাপ দিয়ে ধরুন। ৩০ মিনিট পরে মুখ ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। পেঁপেতে আছে পাইনাম নামক উপাদান যা ত্বক এক্সফলিয়েট করে মুত কোষ দূর করে। পেঁপের খোসা মুখে ঘষে ২০ মিনিট অপেক্ষা করে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এটা ত্বক আর্দ রাখতে এবং উজ্জ্বলতা বাড়াতে সহায়তা করে।

## অনিদ্রার কারণ ও সমাধান

ঘুম আসেনা সহজে এবং তা প্রতিরোধ। তাহলে হয়ত আপনি অনিদ্রার সমস্যা ভুগছেন। নানান কারণে অনিদ্রার সমস্যা দেখা দিতে পারে। এর সঠিক কারণ খুঁজে বের করে তা সমাধান করার কয়েকটি উপায় সম্পর্কে জানানো হল স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে। অনিদ্রা - যা ঘুমের অনিদ্রার সমস্যা আছে তাদের প্রতিনিয়ত ঘুমের সমস্যা দেখা দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের মস্তিষ্ক ও ঘুম-বিষয়ক চিকিৎসক নেইট ফার্নান্ডিসের মতে, “প্রত্যেকেই কখনও না কখনও ঘুমের সমস্যা দেখা দেয়। ঘুমের সমস্যা যখন জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রভাব রাখে শুরু করে তখন তা অনিদ্রার সমস্যায় পরিণত হয়।” অনিদ্রার লক্ষণ- দীর্ঘ সময় বিছানায় শুয়ে থাকার পরও ঘুম না আসা - রাতের অনবরত হাঁটা চলা - কাত - তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে যাওয়া ও পরে ঘুম না আসা। এই ধরনের সমস্যা যত বেশি দিন থাকবে তত বেশি স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দেবে। অনিদ্রার কারণে সাধারণত নিচের সমস্যাগুলো দেখা যায় - অস্বস্তি, হতাশা ও উদ্বেগ - মাথাব্যথা, শরীরে-ব্যথা, গ্যাসের সমস্যা ইত্যাদি। যদি ক্লাস্তিবোধ করেন ও ঘুমের সমস্যা কাজের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে অথবা সুস্বপ্নের বজায় রাখতে বাধা সৃষ্টি করে তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। অনিদ্রার ধরণ- অনিদ্রার সময়ের ব্যাপ্তির উপর ভিত্তি করে একে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ‘আকিউট’ বা তীব্র অনিদ্রা: কোন বিশেষ কারণে অনিদ্রা দেখা দেয় যেমন- মানসিক চাপ বা উদ্বেগ এবং কয়েকদিন বা সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ক্রনিক বা দীর্ঘস্থায়ী অনিদ্রা: এটা সাধারণত শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের কারণে হয়ে থাকে এবং তা দীর্ঘদিনের জন্য - প্রতি সপ্তাহে তিনবার করে কমপক্ষে তিন মাস ব্যাপী। গবেষণায় দেখা গেছে যে, আমেরিকানদের মধ্যে প্রতি বছর ২৫ শতাংশের তীব্র অনিদ্রার সমস্যা দেখা দেয় এবং তার ৭৫ শতাংশই দীর্ঘস্থায়ী অনিদ্রার সমস্যায় পরিণত না হয়ে সমাধান হয়ে যায়। কারণ- সাধারণত, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক এই দুই কারণে অনিদ্রা দেখা দেয়। এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য হল- মাধ্যমিক অনিদ্রা সাধারণত অন্য কোনো স্বাস্থ্য



সমস্যা বা ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে হয়ে থাকে। আর প্রাথমিক অনিদ্রা হল প্রধান অসুস্থতা। প্রাথমিক অনিদ্রা-এটা কোনো স্বাস্থ্যজনিত সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত না এটা সাধারণত তীব্র অনিদ্রা। এটা মূলত নিম্নোক্ত কারণের জন্য হয়ে থাকে। মানসিক চাপ: চাকুরির সাক্ষাৎকার, পরীক্ষা এমন কি জীবনের বড় কোনো পরিবর্তন যেমন- কাছের কারও মৃত্যু বা সম্পর্কে বিচ্ছেদ ইত্যাদি নানা কারণে এমন সমস্যা দেখা দিতে পারে। আরামদায়ক ঘুমের পরিবেশের অভাব: উদাহরণ স্বরূপ, ঘুমানোর সময় বেশি গরম, বা ঠাণ্ডা ইত্যাদি কারণে ঘুমের সমস্যা দেখা দেয়। ঘুমের অনিয়মিত রুটিন: অস্বাস্থ্যকর ঘুমের অভ্যাস ঘুমের পরিবেশের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলে। চিকিৎসকের সাহায্য ছাড়াই সমাধান করা সম্ভব। মাধ্যমিক অনিদ্রা-সাধারণত, স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে এই ধরণের অনিদ্রার সমস্যা দেখা দেয়।

সমস্যা সৃষ্টি করে। দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি থাকে। ওষুধ: উদাহরণ জন্মিত সমস্যার কারণে দেওয়া ওষুধ, উচ্চ রক্ত চাপের জন্য আলফা, বেটা এবং আর্থাইটিসের কারণে দেওয়া স্টেরয়েডের জন্য অনিদ্রার সমস্যা দেখা দিতে পারে। চিকিৎসা - এই ধরনের সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। থেরাপি, জীবন যাত্রার পরিবর্তন এমনকি প্রাকৃতিক কিছু কৌশল অনুসরণ করেও অনিদ্রার সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। প্রাকৃতিক উপায়: ঘুমানোর আগে থেকে ঘুমের সমস্যা দেখা দেয় ও মন ভালো রাখে এমন কাজ করুন। রাতের ঘুমানোর আগে মোবাইল ব্যবহার না করে আরাম করে এক কাপ ক্যামোমাইল চা পান করুন, আরাম অনুভূত হবে। নিয়মিত শরীরচর্চা: গবেষণায় দেখা গেছে, সপ্তাহে পাঁচ দিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট শরীরচর্চা করা হলে ঘুমের মান উন্নত হয়। ধ্যান: ধ্যান মানুষের মনকে শান্ত রাখে ও মানসিক চাপ কমিয়ে সাহায্য করে। নিয়ম মেনে ধ্যান করা হলে ঘুম ভালো হয়।

সমস্যা সৃষ্টি করে। দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি থাকে। ওষুধ: উদাহরণ জন্মিত সমস্যার কারণে দেওয়া ওষুধ, উচ্চ রক্ত চাপের জন্য আলফা, বেটা এবং আর্থাইটিসের কারণে দেওয়া স্টেরয়েডের জন্য অনিদ্রার সমস্যা দেখা দিতে পারে। চিকিৎসা - এই ধরনের সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। থেরাপি, জীবন যাত্রার পরিবর্তন এমনকি প্রাকৃতিক কিছু কৌশল অনুসরণ করেও অনিদ্রার সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। প্রাকৃতিক উপায়: ঘুমানোর আগে থেকে ঘুমের সমস্যা দেখা দেয় ও মন ভালো রাখে এমন কাজ করুন। রাতের ঘুমানোর আগে মোবাইল ব্যবহার না করে আরাম করে এক কাপ ক্যামোমাইল চা পান করুন, আরাম অনুভূত হবে। নিয়মিত শরীরচর্চা: গবেষণায় দেখা গেছে, সপ্তাহে পাঁচ দিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট শরীরচর্চা করা হলে ঘুমের মান উন্নত হয়। ধ্যান: ধ্যান মানুষের মনকে শান্ত রাখে ও মানসিক চাপ কমিয়ে সাহায্য করে। নিয়ম মেনে ধ্যান করা হলে ঘুম ভালো হয়।

## এই সময়ে চোখের সুস্থতা

ফোন, ল্যাপটপ কিংবা টিভি- অতিরিক্ত ব্যবহারে দৃষ্টিশক্তির ক্ষয় রোধ করতে চাই বাড়তি সতর্কতা। সুস্থ থাকতে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে চাইলে বাসায়। শিক্ষার্থীদের লম্বা ছেলে অনলাইন ক্লাস। তাই কাজ কিংবা বিনোদনের প্রধান মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে ল্যাপটপ, টিভি কিংবা ফোন। ফলে দৃষ্টিশক্তির ওপর চাপ পড়ছে। আর এই পরিস্থিতি থেকে পালিয়ে যাওয়ার উপায়ও নেই। তাই এই সময়ে চোখের যত্ন চাই বাড়তি। আয়োজন। স্বাস্থ্য-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে চোখের যত্ন নেওয়ার অনেক উপায় রয়েছে। এতে চোখের অস্বস্তি কমবে এবং দৃষ্টিশক্তি ক্ষতি হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবে। ‘অ্যান্টি-গ্লোয়ার’ চশমা ব্যবহার করুন, এটা চোখকে ব্লিন (কম্পিউটার, স্মার্ট ফোন, এমনকি গেইম খেলার সময়েও) থেকে বিচ্ছুরিত ক্ষতিকারক নীল রশ্মি থেকে রক্ষা করে। ডিজিটাল চাপ থেকে চোখকে রক্ষা করার এটা অন্যতম উপায়। খাবার তালিকায় সবজি ও ফল যোগ করুন। গাজর চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখে কারণ এতে আছে ভিটামিন এ।

## ঘরে বসে সন্তানের পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়াতে

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সন্তানের পড়াশোনা মনোযোগ বাড়াতে কিছু বিষয় খেয়াল রাখা দরকার। লকডাউনে শিথিলতা আসলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আপাতত খুলছে না। এই পরিস্থিতিতে অনেক ক্ষেত্রেই চলছে অনলাইন ক্লাস। তবে অনলাইন ক্লাসে উপস্থিত হলেও সন্তানকে পড়তে বসাতে বেগ পেতে হচ্ছে প্রায় সকল বাবা-মাকেই। এই পরিস্থিতি কিছুটা সহজ করার উপায় নিয়ে পরামর্শ দিয়েছেন ভারতীয় প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষামূলক ‘অ্যাপ’ ‘বাইবু’স লার্নিং অ্যাপ’য়ের ‘চিফ স্ট্র্যাটেজি অফিসার’ অঙ্কিতা কিশোর, যা উঠে আসে শিক্ষামূলক একটি ওয়েবসাইটের পাতায়। সেই প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল বিস্তারিত। পড়ার নির্দিষ্ট স্থান: সারাদিন ঘরে বসে থেকে পড়াশোনার মনোযোগ ধরে রাখা সহজ কথা নয়। তাই ঘরের একটি নির্দিষ্ট স্থান বেছে নিতে হবে পড়ার জন্য, যেখানে নিরিবিলিতে পড়ায় মনোযোগ দেওয়া যায়। আর বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে সেখানে

ভালোমানের ইন্টারনেট সংযোগও থাকা চাই। বিষয়বস্তুর ওপর দখল বাড়া। নো: শিক্ষার্থীদের হাতে এখন অফুরন্ত সময়, যার বেশিরভাগই হয়ত অপচয় হয়ে যাচ্ছে হতাশায়। তবে পরিস্থিতি থেকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ের যে কতটা অংশগুলো রপ্ত করা হয়নি তা এখন সময় নিয়ে অনুশীলন করার সুযোগ আছে। এজন্য বিষয়বস্তুর আরও ভালোভাবে বুঝতে হবে। বোঝার ঘাটতি থাকলে নিঃসংকোচে প্রশ্ন করতে হবে শিক্ষকদের। ক্লাস, কোচিং, প্রাইভেট, পরীক্ষার চাপ এখন নেই। তাই ইন্টারনেট থেকে বিভিন্ন বিষয়ে বাড়তি জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ আছে। বিভিন্ন দৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকেও শেখার আছে অনেক কিছু, যা ক্ষেত্র বিশেষ পাঠ্যবইয়ের জ্ঞান থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই চারপাশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জানার আগ্রহ থাকতে হবে। প্রশ্ন করতে হবে। আর শুধু জানলেই হবে না, তা মাথায় রাখতে হবে লক্ষ্য জ্ঞানকে হাতে নাতে কাজে লাগানোর চেষ্টাও থাকতে হবে। অনুশীলন, আরও অনুশীলন: নতুন কিছু শেখার পর তাতে দক্ষ হয়ে উঠতে অনুশীলনের বিকল্প নেই। যত বেশি অনুশীলন করা হবে, দক্ষতা ততই বাড়তে থাকবে। বারবার অনুশীলন মাধ্যমে সেই কাজটি আরও সহজে করার পথও বের করে ফেলতে পারেন। তাই অনুশীলনেই বিকল্প নেই। ক্রোনোভাইরাসের কারণে জীবন খমকে গেলেও শেখার সুযোগ ফুরিয়ে যায়নি কখনই। তবে থাকতে হবে শেখার আগ্রহ, জ্ঞানের ক্ষুধা, সময় কাজে লাগানোর স্পৃহা।

নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে অসংখ্য শিক্ষামূলক ভিডিও আছে যা শেখার প্রক্রিয়াকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে, আগ্রহ বাড়ায়। বোঝার পদ্ধতির ওপর জ্ঞান অর্জন অনেকটা নির্ভরশীল। একই বিষয়কে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করে ভিডিও তৈরি করতে পারেন। ফলে আপনাকে হাতে পরের কাছে একাধিক শিক্ষক। এই অফুরন্ত সময়ে সব শিক্ষাকেই কাজে লাগানো সম্ভব। রাতিন: পড়াশোনায় শৃঙ্খলা থাকা অত্যন্ত জরুরি। আর সেজন্য প্রথমেই পড়াশোনার রুটিন তৈরি করতে হবে। এই রুটিন হতে হবে বাস্তবমুখী এবং সেই রুটিন মেনে চলতে হবে প্রতিদিন, কঠোরভাবে। নতুন কিছু শেখা, তা অনুশীলন করা এবং তা পুনরাবলোচনা করা সবকিছুর জন্যই সময় ভাগ করা থাকতে হবে রুটিনের চারপাশ থেকে শিক্ষা নেওয়া: জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া শুধু বইয়ের পাতা থেকে পড়াশোনা একথা অনেকের

দৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকেও শেখার আছে অনেক কিছু, যা ক্ষেত্র বিশেষ পাঠ্যবইয়ের জ্ঞান থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই চারপাশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জানার আগ্রহ থাকতে হবে। প্রশ্ন করতে হবে। আর শুধু জানলেই হবে না, তা মাথায় রাখতে হবে লক্ষ্য জ্ঞানকে হাতে নাতে কাজে লাগানোর চেষ্টাও থাকতে হবে। অনুশীলন, আরও অনুশীলন: নতুন কিছু শেখার পর তাতে দক্ষ হয়ে উঠতে অনুশীলনের বিকল্প নেই। যত বেশি অনুশীলন করা হবে, দক্ষতা ততই বাড়তে থাকবে। বারবার অনুশীলন মাধ্যমে সেই কাজটি আরও সহজে করার পথও বের করে ফেলতে পারেন। তাই অনুশীলনেই বিকল্প নেই। ক্রোনোভাইরাসের কারণে জীবন খমকে গেলেও শেখার সুযোগ ফুরিয়ে যায়নি কখনই। তবে থাকতে হবে শেখার আগ্রহ, জ্ঞানের ক্ষুধা, সময় কাজে লাগানোর স্পৃহা।



## সস্তাব্য প্রথম তিনের মেধা তালিকা প্রকাশ্যে

কলকাতা, ১৭জুলাই (হি.স): শুক্রবার প্রকাশিত হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল কারোনা আবহেে এবছর পাশের হার নজিরবিহীন। রেকর্ড সংখ্যক ছাত্রছাত্রী পাাস করেছে এ বছর। য়েহেতু এবছর উচ্চমাধ্যমিকের সকল পরীক্ষা সম্পন্ন হয়নি তাই মেধা তালিকা প্রকাশ করবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। এদিকে ফল প্রকাশের কিছুক্ষণ পরেই পরীক্ষার্থীদের নম্বরের হিসেবে একটি সস্তাব্য মেধাতালিকা ঘুরে বেড়াচ্ছে সোশ্যাল সাইটে। এই মেধা তালিকায় অনুযায়ী তৃতীয়স্থান অধিকারী পর্যন্ত নাম প্রকাশ করা হয়েছে কৃতীদের। দেশা গেছে প্রথম থেকে তৃতীয় স্থান অধিকারী দের মধ্যে রয়েছে মোট ২৮ জন ছাত্র ছাত্রী। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফে জানানো হয়েছে কোনরকম মেধাতালিকা তারা প্রকাশ করেননি। তালিকায় নাম হিসেবে ৪৯৯ পেয়ে সস্তাব্য প্রথম হয়েছে, য়োতন্ত্রী রায় (শাখাওয়ারা মেমোরিয়াল গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুল, কলকাতা), গৌরব মণ্ডল (বড়জোড়া হাইস্কুল, বাঁকুড়া), অর্পণ মণ্ডল (কেদুরাড়িহই হাইস্কুল,বাঁকুড়া), একা বন্দ্যোপাধ্যায় (হেগালি কলেজিয়েট স্কুল,হুগলি)। সস্তাব্য দ্বিতীয়: গৌরব মাইতি (যোধপুর পার্ক বয়েজ হাইস্কুল, কলকাতা), নীলাঞ্ছ দাস (নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়,দক্ষিণ ২৪ পরগনা), সের্বোধী চক্রবর্তী (বেনগা হাইস্কুল,উত্তর ২৪ পরগনা), জয় মণ্ডল (রাইগঞ্জ করোনেশন হাইস্কুল, উত্তর দিনাজপুর), রিয়া দত্ত (ওন্দা হাইস্কুল, বাঁকুড়া), সৌনিক সাহা (নব নালন্দা শান্তিনিকেতন হাইস্কুল, বীরভূম), মহম্মদ তালহা (মুক্তারপুর হাইস্কুল, হুগলি), সৌগত সরকার (বালুরঘাট হাইস্কুল, দক্ষিণ দিনাজপুর), অনীক জানা (রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাভবন, পশ্চিম মেদিনীপুর)।এদের সকলের প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৮। সস্তাব্য তৃতীয়: ৈসকত দাস (নব নালন্দা হাইস্কুল,কলকাতা), রাহুল মজুমদার (নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা), শরণ্যা ঘোষ (বর্ধমান বিদ্যার্থী ভবন গার্লস হাইস্কুল,পূর্ব বর্ধমান), শীর্ষেদু সাহা (সোতরািঘিয়া হাইস্কুল,পূর্ব বর্ধমান), সায়নী মহাপাত্র (কাজলাগ্রাম এম এস বি সি এম হাইস্কুল, পূর্ব মেদিনীপুর), মীরা দেবশর্মা (ভরপপুর এন কে হাইস্কুল, উত্তর দিনাজপুর), শিলা দৎ (ওন্দা হাইস্কুল,বাঁকুড়া), রূপ সিনহাবাণ্য (শিমলাপাল মানন স্মোেন হাইস্কুল, বাঁকুড়া), দৌ দাসমোহান্ত (শিমলাপাল মদন স্মোেন হাইস্কুল, বাঁকুড়া), সায়ন চক্রবর্তী (ছাংজোবা হাইস্কুল, বাঁকুড়া), স্বরঞ্জিৎ ধর (টুঁচড়া শেখবন্ধু মেমোরিয়াল হাইস্কুল, হুগলি), তপোধীপ ঘোষ (ভান্তারা জরেনশ্বর হাইস্কুল, হুগলি), প্রথম সাহা চৌধুরী ( শ্রী অরবিন্দ বিদ্যানন্দির,হুগলি), দিব্যজ্যোতি ভট্টাচার্য (বালুরঘাট হাইস্কুল, দক্ষিণ দিনাজপুর), তানিশা বসাক (বালুরঘাট ললিত মোহন আর্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়, দক্ষিণ দিনাজপুর) এরা সকলেই পেয়েছে ৪৯৭ নম্বর।

### শহীদ দিবস পালনের প্রস্তুতি নিচ্ছে

### জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা

ঝাড়গ্রাম, ১৭ জুলাই ( হি.স.) : এবার করোনা পরিস্থিতিতে ২১ জুলাই এর শহীদ সভামঞ্চের হাজির থাকতে পারবেন না ঝাজ্গাম জেলা তৃণমুলের নেতাকর্মীরা সমর্থকেরা। তবে জেলার প্রতিটি ব্লক, অঞ্চল এমনকি বুথে বুথে যাতে যাতে পালনে কোনও ত্রুটি না হয় তার জন্য জেলা জুড়ে জোর কদমে প্রস্তুতি নিচ্ছে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা।

শুক্রবার ঝাজ্গাম জেলার লালগড়ে এক প্রস্তুতি মিটিং ও মিছিল করল জেলা তৃণমুলের নেতাকর্মীরা। এদিনের মিটিং ও মিছিলে নেতৃত্ব দেন ঝাজ্গাম জেলা যুব তৃণমুলের সভাপতি দেবনাথ হাঁসদা। এদিন প্রথমে লালগড় গালপ হাইস্কুলে তৃণমুলের নেতাকর্মীদের নিয়ে মিটিং করলে পরে লালগড় বাজার এলাকায় মিছিল করেন। এদিনের এই কর্মসূচিতে দেবনাথ বাবু দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্য বলেন এই দিন যাতে প্রতিটি অঞ্চল ও, বুথে, ব্লকে দলীয় কর্মীরা ভাড়াইাল মাধ্যমে রাজের মুখামন্ত্রীর ব্যবস্থা গুনেতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হবে।ফোন বা টিভির মাধ্যমে যাতে দলীয় কর্মীরা গুনেতে পারেন তার ব্যবস্থা করার কথা বলেছেন। এদিনের এই দুটি কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিনপূর এক ব্লকে (লালগড়) এর ব্রক সভাপতি শামাল মাহাত, পঞ্চায়ত সমিতির সভাপতি পরিতোষ মাহাত সহ একাধিক তৃণমুলের নেতাকর্মীরা এবিষয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা যুব তৃণমুলের সভাপতি দেবনাথ হাঁসদা বলেন “ এদিন একুশে জুলাইয়ের ভাড়াইাল সভার প্রস্তুতি কর্মসূচি ছিল লালগড়ে একটি সভা এবং পরে মিছিল হয়।ওই দিন প্রতিটি ব্লকে,অঞ্চলে, বুথে,শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে।দলীয় কর্মীরা যাতে দিদির বক্তব্য গুনেতে পান তার ব্যবস্থা করা হবে।’ হিন্দুস্থান সমাচার/ গোপেশ

<b>জরুরী পরিষেবা</b> <div></div>
<b>হাসপাতাল<span> </span>:</b> <b>জিবি<span> </span>:</b> ২৩৫-৫৮৮ <b> আইজিএম<span> </span>:</b> ২৩২-৫৩৬৩, <b>টি এম সি<span> </span>:</b> ২৩৭ ০৫০৪ <b> চক্ষুব্যাঙ্ক<span> </span>:</b> ৯৪৩৬৪৯২৮০০ <b> অ্যাম্বুলেন্স<span> </span>:</b> একতা সংস্থা <span> </span> : ৯৭৭৯৯৮৯৯৬ রু লোটাস ক্লাব <span> </span> : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, <b>শিবনগর অর্দার ক্লাব<span> </span>:</b> ও আমরা তরুণ দল <span> </span> : ২৫১-৯৯০০, <b>সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়<span> </span>:</b> ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ <b> রিলিভাস<span> </span>:</b> ৯৮৬২৭৬৪২৮ <b> কার্গেল টৌমুহনী যুব সংস্থা<span> </span>:</b> ৯৮৬২৫০১১৬/ <b>সহেতি ক্লাব<span> </span>:</b> ৮৭৯৯১ ৬৮৮২১, <b>অনীক ক্লাব<span> </span>:</b> ৯৪৩৬৪৮৭৪৮০, ৯৪৩৬৪৬৪০১, <b>রামকৃষ্ণ ক্লাব<span> </span>:</b> ৮৭৯৪১৬৮৮১ <b> শতদল সংঘ<span> </span>:</b> ৯৮৬২৯৯৮৮০, <b>প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়ার)<span> </span>:</b> ৯৭৭৪১১৬৬২৪, <b>রেডক্রস সোসাইটি<span> </span>:</b> ২৩১-৯৬৮৮, <b>টিআরটিসি<span> </span>:</b> ২৩২৫৬৮৫, <b>এগিয়ে চলো সংঘ<span> </span>:</b> ৯৪৩৬১২৯৮৮, <b>লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়<span> </span>:</b> ৯৪৩৬৫০৮৬৯৯, ৯৪৩৬১২১৮৮, <b>মানব ফৌজেশ্বন<span> </span>:</b> ২৩২৬১০০ <b> টাইভল লাইন<span> </span>:</b> ১০৯৮ <b> মেট্রেক্স<span> </span>:</b> ২৪ <b>ফন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক<span> </span>:</b> <b>জিবি<span> </span>:</b> ২৩৫-৬২৮৮ <b>(পি বি এন্ড), আইজিএম<span> </span>:</b> ২৩২-৫৭৩৬, <b>আই এল এস<span> </span>:</b> ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ <b>কসমোপলিটন ক্লাব<span> </span>:</b> ৯৮৫৫৩ ৩৩৭৭৬, <b>শববাহী যান<span> </span>:</b> <b>নব অঙ্গীকার</b> ৮৭৯৪১৪৪১১, <b>সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা<span> </span>:</b> ৭৬৪২৮৪৪৬৬৬ <b>বটভলা নাগেরজলা স্ট্যাড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি<span> </span>:</b> ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩০৫, ৯৮৬২৭৬৪২৩, <b>সমাজ কল্যাণ ক্লাব<span> </span>:</b> ৯৭৭৪৬৭০২৪২, <b>সংযোগ সংঘ<span> </span>:</b> ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, <b>রু লোটাস ক্লাব<span> </span>:</b> ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, <b>ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্‌স সিঙ্ক্রেন্ট<span> </span>:</b> ২৩৮-৫৮৫২, <b>ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন<span> </span>:</b> ২৩৮-৬৪২৬, <b>রিলিভাস<span> </span>:</b> ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, <b>কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন<span> </span>:</b> ৮৯৭৪৫১৮১০, <b>ত্রিপুরা ন্যায়মূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি<span> </span>:</b> ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৪০৬৪৪, <b>সৃষ্ণ তোরণ ক্লাব (দুর্গা টৌমুহনী)<span> </span>:</b> ৮৭২৯৯১১২৩৬, <b>আগরক ক্লাব<span> </span>:</b> ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৯১৮৯১, <b>ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন<span> </span>:</b> ৮২৫৬৯৯৭ <b>ফায়ার সার্ভিস<span> </span>:</b> প্রধান স্টেশন <span> </span> : ২৩৫/২৩২-৫৬৩০, <b>বাধারঘাট<span> </span>:</b> ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, <b>কুঞ্জবন<span> </span>:</b> ২০৫-৩১০১, <b>মহারাাজগঞ্জ বাজার<span> </span>:</b> ২৩৮ ৩১০১ <b>পুলিশ<span> </span>:</b> পশ্চিম থানা <span> </span> : ২৩২-৫৭৩৫, পূর্ব থানা <span> </span> : ২৩২-৫৭৭৪, <b>আমরঙ্গী থানা<span> </span>:</b> ২৩৭-০০৫৮, <b>এয়ারপোর্ট থানা<span> </span>:</b> ২৩৪-২২৫৮, <b>সিটি কন্ডোল<span> </span>:</b> ২৩৭-৫৭৮৪, <b>বিদ্যুৎ<span> </span>:</b> <b>বনমালীপুর<span> </span>:</b> ২৩২-৬৬৪০, <b>৩০৬২১০।</b> <b>দুর্গা টৌমুহনী<span> </span>:</b> ২৩২-০৭৩০, <b>জিবি<span> </span>:</b> ২৩৫-৬৪৪৮। <b>বড়দোয়ালী<span> </span>:</b> ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ <b>আইজিএম<span> </span>:</b> ২৩২-৬৪৪৫। <b>বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া<span> </span>:</b> ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২৩, <b>এয়ার ইন্ডিয়া টেল গ্রিন নম্বর<span> </span>:</b> ১৮৬০-২৩৩-১০০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, <b>ইউবিএ<span> </span>:</b> ২৩৪-১২৩৬, <b>স্পাইস জেট<span> </span>:</b> ২৩৪-১৭৭৮, <b>রেল সার্ভিস<span> </span>:</b> <b>রিজার্ভেশন<span> </span>:</b> ২৩২-৫৫৩৩ <b>আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস<span> </span>:</b> <b>টি আর টি সি বিসিঙ্ক<span> </span>:</b> ২৩২-৫৬৮৫। <b>আগরতলা রেলস্টেশন<span> </span>:</b> ০৩৮১-২৩৭৪৫১।

## নির্বাচিত বিধায়করাও এখানে সুরক্ষিত নয় : দিপীপ ঘোষ

ঝাজ্গাম, ১৭ জুলাই ( হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গের যা অবস্থা হয়েছে জল নাকের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। মুভার মিছিল চলছে। নির্বাচিত বিধায়করাও এখানে সুরক্ষিত নয়। এই সরকার যতদিন থাকবে জীবনহানি ঘটেবে। বাংলার সংস্কৃতি নষ্ট হবে, আইন শৃঙ্খলা শুরু করে নৈতিকতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। চারিদিকে হিংসার ছেয়ে গেছে। শুক্রবার বিকелеে ঝাজ্গাম শহরের বিজেপির পার্টি অফিসে এসে বিজেপির বিধায়ক, কর্মীসমর্থক খুনের প্রসঙ্গ তুলে তৃণমূলকে কটাক্ষ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এদিন তিনি বৃথ পুনগঠনের জন্য যে কাজ চলছে তা দেখার জন্য মূলত ঝাজ্গামে এসেছিলেন।

দিলীপবাবু সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, বিজেপি সব কিছু শুরু করেন ব্যকিরা অনুকরণ করেন। এই লক ডাউনে প্রায় চারমাস ধরে বাড়িতে বন্দি আছি। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন বাড়িতে থাকুন সুস্থ থাকুন। আমরা উনার কথা শুনে নিয়ম মেনে বাড়িতে ছিলাম। সাংগঠনিক কাজ কিছু করিনি। লক ডাউনে মানুষের সেবা করেছি। আর যেটুকু সভা হয়েছে ভাড়াটুয়াল এবং ভিডিও কন্ফারেন্সের মাধ্যমে হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আমি আমাদের কর্মীরা কেমন আছেন তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করার জন্য বেরিয়েছি। এর আগে আমি যখন বেরিয়েছিলাম আমাকে পুলিশ আটকেছিল। এই পরিস্থিতিতেও ওরা আমাদের কর্মীদেরকে মারধর করছে। আর আমাদের উপর কেস দিচ্ছে। বৃথ পুনগঠনের জন্য প্রধানমন্ত্রী চিঠি নিয়ে পরিবারে পরিবারে আমাদের কর্মীরা যাচ্ছেন। সেই কাজ কতটা প্রগতি হল সেটার দেখার জন্য এসেছি। জঙ্গলমহলে আদিবাসী, মাহাত বলে অন্যান্য জাতিদেরকে বিভাজন করা হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি সশব্দ বিজেপি বিভাজনের রাজনীতি করে না। আমরা সামাজিক সংগঠন গুলির সাথে দেখা করি কিন্তু বলি না ঝাড়া নিয়ে আসতে হবে। তৃণমূল তাদেরকে ঘাড় ধরে বাহিরে দাঁচকরাচ্ছে। এই ভাবে বিভাজন হয়েছে। আমরা সমন্বয় বিকাশ করি সংঘর্ষে নয়। আর আদিবাসী সমাজের সব চেয়ে বেশি সশব্দ বা বিধায়ক বিজেপির রয়েছে। আমাদের সশব্দকে এখানে প্রশাসন কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। যাতে লোকে বুঝবে বিজেপি কিছু কাজ করেনি বলে। তবে প্রশাসনের উচিত নিরপেক্ষ থাকা। সাধারণ মানুষের উন্নয়নের টাকা খরচ কাজে উচিত। যদি না হয়ে আমরা রাস্তায় বাসবেই।

## সংক্রমণ রুখতে দিনহাটায় ৭ দিনের সম্পূর্ণ লকডাউন

কোচবিহার, ১৭ জুলাই (হি.স.) : কোচবিহারের দিনহাটায় করোনো পজিটিভের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলায় শুক্রবার দুপুরের পর থেকে ৭ দিনের সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করল প্রশাসন। দিনহাটার মহকুমাস্বিক শেখ আনসার আহমমেদ বলেন, ‘দিনহাটা শহর ও দিনহাটা-২ ব্লকে করোনো সংক্রমণের হার ক্রমশ বেড়ে চলায় লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। তবে জরুরি পরিষেবা লকডাউনের আওতার বাইরে থাকবে। জানা গেছে, শনিবার থেকে দিনহাটা শহরে করোনো পজিটিভ রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। শহরের গোসানিরোডে একটি বাড়িতে কাকা ও ভাইপোর শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়ে। এদের মধ্যে ১ জন কাপড় ব্যবসায়ী, অপরজন মিলি্ট ব্যবসায়ী। সম্ভাব্যর এই মিলি্ট ব্যবসায়ীর মা’র শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়ে। পাশাপাশি বৃহস্পতিরর রাতে এক বেসরকারি ব্যান্ডের নিরাপত্তারক্ষীর শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়ায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া গত কয়েকদিনে দিনহাটা-২ ব্লকে ৮০ জনের শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়ায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এরপর বুধবার এলাকার বিধায়ক তথা দিনহাটা পৌরসভার প্রশাসক উদয়ন গুহ বিভিন্ন ক্লাব সংগঠনকে নিয়ে বৈঠক করে শুক্রবার দুপুরের পর থেকে ৭ দিনের সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করা হয়। বিষয়টি নিয়ে শুক্রবার সকালে বৈঠকে বসে প্রশাসন। এরপর দিনহাটা শহরের পাশাপাশি দিনহাটা-২ ব্লকেও লকডাউন ঘোষণা করে মহকুমা প্রশাসন।

## কোচবিহার জেলাপ্রশাসনের ৫ শীর্ষ আধিকারিক ও কর্মীর শরীরে সংক্রমণ, বন্ধ কার্যালয়

কোচবিহার, ১৭ জুলাই (হি.স.) : কোচবিহার জেলাপ্রশাসনের ৫ শীর্ষ আধিকারিক ও কর্মীর শরীরে সংক্রমণের খবর আসতেই বন্ধ করে দেওয়া হল কোচবিহার জেলাশাসকের কার্যালয়। পাশাপাশি শুক্রবার সংক্রমণ মুক্ত করা হয় ওই কার্যালয়টিকে। তবে, আক্রান্তদের কোনও উপসর্গ না থাকায় তাদের বাড়িতেই আইসোলেশনে আছে।

কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান বলেন, ‘আজ ৮ জনের শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এদের মধ্যে ৫ জন আধিকারিক ও ৩ জন কর্মী। এরা সকলে কোভিড ডিউটিতে কর্মরত ছিলেন’। মালদায় উর্ধ্বমুখী করোনো সংক্রমণের গ্রাফ, নতুন করে আক্রান্ত ৮৪ জন মালদা, ১৭ জুলাই (হি.স.) : মালদায় জেলায় উর্ধ্বমুখী হচ্ছে করোনো সংক্রমণের গ্রাফ। গত ২৪ ঘণ্টায় জেলায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ৮৪ জন। সংক্রমিতদের মধ্যে রয়েছেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (ভূমি ও ভূমি সংস্কার), জেলা প্রশাসনের একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, মানিকচকের বিডিও, এমনকী মালদা মেডিকেলের অতিরিক্ত সুপার ও তাঁর পরিবারের তিন সদস্যও। সব মিলিয়ে ক্রমশ উর্ধ্বমুখী হচ্ছে জেলার করোনো সংক্রমণের গ্রাফ। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার থেকে মালদার দুই পৌর এলাকায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বাজার-হাট । বন্ধ নিতপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দোকানও মূলত মালদা শহরে ক্রতগতিতে ছাড়াচ্ছে সংক্রমণ। সব মিলিয়ে জেলায় এ’পর্যন্ত করোনো সংক্রমণের সংখ্যা বেড়ে ১৪৪৭। এর মধ্যে মালদা শহরেই সংক্রমণের সংখ্যা প্রায় ৪০০। অন্যদিকে, এই পরিস্থিতিতে হাঙ্গামাতালে জায়গা দেওয়া যাচ্ছে না সংক্রমিতদের। জেলার হেমাটিউশিনাল আইসোলেশন সেন্টারগুলিকে ভরতি । তাই গুরুতর অসুস্থ ছাড়া প্রত্যেককে হোম আইসোলেশনে থাকতে বলা হচ্ছে। এছাড়াও, উপসর্গ নেই এমন কারণের সোয়াবের মেডিকেল পরীক্ষার করা নেওয়া হচ্ছে না। এমনকী, অল্প উপসর্গ থাকলেও নেউকেলের ফ্লু-কর্নার থেকেই ওষুধ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। জুরে হয়েছে এমন অনেকেই মেডিকেকে পরীক্ষা করাতে গিয়ে ফিরে এসেছেন বলেও অভিযোগ। এ’বিষয়ে যদিও মেডিকেল কর্তৃপক্ষের ওন্দা, তারা সরকারি নির্দেশ মেনেই কাজ করছে। সংক্রমণ রোধে একই থেকে তিনিদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল জেলার দুই পৌর এলাকার সবজি বাজার, নিতাপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দোকানও।

## লকডাউনেই বাঁকুড়া থেকে সোনামুখী বৈদ্যুতিকরণের কাজ শেষ, চলবে ট্রেন

কলকাতা, ১৭ জুলাই (হি.স.) : লকডাউনে বৈদ্যুতিকরণের কাজ দ্রুততার সঙ্গে শেষ করল দক্ষিণ-পূর্ব রেল। বাঁকুড়া থেকে সোনামুখী মোট ৭১ কিলোমিটার এই কাজ শেষ হওয়ার পর শনিবার তা খতিয়ে দেখবেন রেলের সফটি কর্মিগনানার।

আগে শাখাটি ছিল ন্যারো গেজের। বাঁকুড়া-মোদার রেল (বিডিআর) তখন এতটাই অসুবিধার ছিল যে যাত্রীরা এই বিডিআরকে বলতেন, বড় দুঃখের রেল। তৎকালীন বাঁকুড়ার সাংসদ ও রেলের বহু বছরের স্ট্যাণ্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান বাণেশ্বর আচার্য্যার তৎপরতায় ১৯৯৮ সালে তা ব্রডগেজ রূপান্তরিত হয়। বাঁকুড়া থেকে সোনামুখী ২০০৫ সালে মুখী থেকে রাইনগর ২০০৮ সালে যাত্রীদের জন্য ব্রডগেজ লাইন খুলে দেওয়া হয়। ওই শাখা বর্ধমানের মশাগ্রাম পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হচ্ছে।

বাঁকুড়া-মশাগ্রামের ১১৮ কিলোমিটার বৈদ্যুতিকরণের কাজের জন্য ১৬.৫.৪৫ কোটি টাকার প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে সোনামুখী পর্যন্ত কাজ হয়ে গিয়েছে। মশাগ্রাম পর্যন্ত ট্রেন চললে মাকে সাহানপুর রোড থেকে আরাববাণ-শেওড়াযুল্মি শাখা যুক্ত হবে। ফলে কামারপুকুর, জয়রামবাটির মতো পর্যটনস্থলগুলির সঙ্গে বাঁকুড়া যুক্ত হবে।

## মূল্যবৃদ্ধি ঃ উদ্বৈগ প্রকাশ এসইউসিআই’র

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুলাই** : মালিক শ্রেণী ইচ্ছাকৃত সৃষ্টি করা মূল্য বৃদ্ধি বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতো জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে এসইউসিআই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ। আজ এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, দীর্ঘ দিন লকডাউনের ফলে এবং কেজ্র ও রাজা সরকারগুলির উদাশীনতার কারণে খাদ্য সামগ্রী ও অত্যাবশীকীয় সামগ্রীর দাম বেড়ে চলেছে। এর বিরুদ্ধে জনগণকে একীবদ্ধ লাড়াইয়ের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

## বেহাল রাস্তা সারানোর দাবীতে, বিডিও অফিস ঘেরাও গ্রামবাসীদের

দুর্গাপুর, ১৭ জুলাই(হি.স.): দীর্ঘদিন ধরে বেহাল রাস্তা। থানাখন্দে ভর্তি। বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবীতে বিডিও অফিস ঘেরাও করল গ্রামবাসীরা। ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল বৃন্দপুরে গলসী-১ নং বিডিও অফিসে। ঘটনায় জানা গেছে, গলসী-১ নং প্রকল্প মানকর স্টেশন থেকে কেঁদইপুর পর্যন্ত রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল। মোরাম না পড়ায় কাদামাটি উপচে পড়ছে। চলতি বর্ষায় চলাফেরার অযোগ্য হয়ে পড়েছে। রাস্তার ওপর ২-৩ টি গ্রাম যেমন রয়েছে। তেমনই মানকর স্টেশন আসা-যাওয়ার একমাত্র রাস্তা নুরকোনা, সীমনোড়, খাঁ-পাড়া, খামারগ্রাম সহ বেশ কিছু গ্রামের। চলতি বর্ষায় চলাফেরার অযোগ্য হয়ে পড়ছে। কেথাও একহাঁটুি গর্ভত জলাশয় হয়ে পড়ছে। আবার কোথায় কাদামাটি চলাফেরার অযোগ্য হয়ে পড়ছে। শুক্রবার ক্ষুদ্র গ্রামবাসীরা বৃন্দপুরে গলসী-১ নং বিডিও অফিস ঘেরাও করে। বিকোৎকরীরা জানান, ‘ওই রাস্তা দিয়ে মানকর হাসপাতাল, স্কুল, কলেজে পড়ুাদের আসা-যাওয়া করতে হবে। বিগত কয়েকবছর ধরে তেমন কোন সংস্কারের কাজ না হওয়ায় বেহাল হয়ে পড়েছে। বহুরার প্রশাসনের কাছে জানিয়েছি কাজ হয়নি।’ প্রায় দেড় ঘণ্টা পর প্রশাসনের আশ্বাসে ঘেরাও তোলে গ্রামবাসীরা। গলসী-১ নং পথঘায়েত সমিতির সহ-সভাপতি অনুপ চট্টোপাধ্যায় জানান, ‘রাস্তাটি সংস্কারের জন্য জেলা সাধারণ থেকে ৬ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা অনুমোদন হয়েছে।

## এক

●**প্রথম পাতার পর**
পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য আটক করা উগ্রপন্থী বাবা-একসময় এটিটিএফ এর সদস্য ছিল। বর্তমানে পুলিশ আটক উগ্রপন্থীকে তেলিয়ামুড়া থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে।

## হলেন ৪৯

●**প্রথম পাতার পর**
জেলায় ৩ জন।

আজ ৪৯ জন সুস্থ হয়ে বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে ছাড়া পেয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে ৬৯টি ব্লকনেটনেমেন্ট জোন রয়েছে। আজ চূড়াইবাড়ি দিয়ে বিকলে ৫টা পর্যন্ত ৫০৫ জন রাজ্যে এসেছেন।

## কৃষকদের

●**প্রথম পাতার পর**
বন্যহাজারি তাণ্ডবে এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার চিন্তাভাবনা করছেন বলেও স্থানীয় একটি সূত্রে জানা গেছে। ওইসব এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামবাসীদের অভিযোগে বন্যহাজারি তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মানুষজন সরকারের কাছ থেকে পর্যাণ্ড সাহায্য পাচ্ছে না। ফলে তারা আরো অসহায় হয়ে পড়ছে।

## জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ

**পাচের পাতার পর**
বালেশ্বর আগরওয়াল হিন্দি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সংবাদ সংস্থার ভূমিকাতেও নতুন মাত্রা এনে দিয়েছেন। হিন্দুস্থান সমাচারের আগে দেশের সমস্ত পত্রিকা ইংরেজি সংবাদ সংস্থার উপর নির্ভরশীল ছিল। এই সংস্থাগুলি ভারতে কাজ করা সত্ত্বেও, বেশিরভাগ সংবাদের জন্য তাদের বিদেশী সংবাদ সংস্থার উপরও নির্ভর করতে হয়েছিল। বালেশ্বরের আগরওয়ালের চূড়ান্ত শৃঙ্খলা মেনে চলাতেন। অনেক সময় তার আচরণ অসহনীয় বলে মনে হলেও তাঁর মন বহু পরিম্ভার ছিল। তবে তিনি কখনও কারও প্রতি নিজের মনে কোনও খারাপ চিন্তাভাবনা আনেননি নি। তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাঁর সমস্ত কাজ শেষ করতেন। এমনকি কিছুটা বিলম্বও তাকে বিস্বস্ত করত। বিপর্যয়ের পরিস্থিতিতে যখন প্রতিটি ব্যক্তি নিজদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন , তখন বালেশ্বের জী কোনও কারণ ছাড়াই তাঁর কাজটি করতেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সাথে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তবে এর থেকে কখনও কোনও সুবিধা নেওয়ার উদাহরণ তাঁর ছিল না।

উস্কর এলএম সিংতীর সভাপতিত্বে প্রবাসী ভারতীয়দের জন্য ২০০০ সালের সেক্টেশ্বর মাসে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছিল যেে কমিটিতে ছিলেন, আরএল ভাটিয়া, জেআর হিরমণ, বালেশ্বর আগরওয়াল এবং বিদেশমন্ত্রন মন্ত্রকের সচিব জে সি শর্মা। এই কমিটি ২০০২ সালের ৮ সেক্টেশ্বর পূর্ণ প্রতিবেদনে হস্তান্তর করার আগে তিনটি অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন জমা দেয় যোখানে ভারতীয় বংশোদ্ভুত লোকদের জন্য কার্ড প্রকল্পের পাশাপাশি প্রবাসী ভারতীয় দিবস উদযাপন করার কথা বলা হয়। তৃতীয় প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে প্রবাসী ভারতীয় সম্মান পুরস্কার দেওয়া উচিত। এই কমিটি যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছিল সেখানে ১৬০টি বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়েছিল। এর মধ্যে বিমানবন্দরগুলির অবস্হার উন্নতি কথা অন্তর্ভূক্ত ছিল। এই প্রতিবেদনে এটাও সুপারিশ করা হয়েছিল যে, বিদেশী ভারতীয় এবং ভারতীয় বংশোদ্ভুত লোকদের সাথে বিবাহিত আইনীদের শোষণ সম্পর্কে একটি বিশেষ শাখা প্রতিষ্ঠার, সাবেক বিনামূল্যে মহিলাদের পরিষর্কও দেওয়া যায়। বিজয় পাত্রকে সেই সময়ের বিবাহিক অবস্থা সম্পর্কে একটি হলকনামা দিতে হবে।

বিদেশে শ্রমিক হিসাবে কাজ করা ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষার উপর জোর দেওয়া হয় এই প্রতিবেদনে, মূলত থাকেনৈ জনা যোজনার বিষয়টি এই প্রতিবেদনের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল। এর থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, বালেশ্বর আগরওয়াল কতটা সুস্বাস্থিভিত্তী ছিলে কোনও বিষয়কে দেখেন্তেন এবং সম্প্রস্যাগুলি থেকে বেহওয়ার উপায় বের করতেন। এই কমিটি তার প্রতিবেদনে আরও বলেছিল যে, ভারতের সংস্কৃতি বিষয়ক কাউন্সিলের উচিত ভারতীয় বংশোদ্ভুত মানুষের সাথে সম্পর্কের সূত্রটি আরও দৃঢ় করা। ছটির সময় ছাত্রদের মধ্যে আদান-প্রদান অনুষ্ঠান হওয়া উচিত। অন্যান্য দেশে আইআইটি, আইআইএম এবং অন্যান্য মেডিকেল কলেজগুলির শাখা খোলারও প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তাঁর সমাজসেবার অনুভূতি দেখে প্রয়াত প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী সুরমা স্বরাজ যোগ্য করেছিলেন যে মরিশাসের ‘ওয়াল্ড হিল্ড সচিবালয়’ ভবনের গ্রন্থাগার ভবনের নামকরণ করা হবে ‘বালেশ্বর অগ্রওয়াল গ্রন্থাগার’ এবং ‘নির্দিষ্ট সময়ে গ্রন্থাগারের নামকরণ করা হয় এই দেশেবী মহামনীষীর নামে।

এটি বলা ভুল হবে না যে, বিস্বৃজুড়ে বিপুল সংখ্যক লোক রপিয়েছে যারা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা দেখায়। তাদের মধ্যে একজন মরিশাসের রাষ্ট্রা সেলা প্রেমচাঁদ বুঝাওয়ান, যিনি বালেশ্বর অগ্রবাল গ্রন্থাগারের পরামর্শ দিয়েছেন। এর থেকে বোঝা যায় যে মাহুদের মধ্যে তাঁর প্রতি কত শ্রদ্ধা ছিল। কতটা বিশ্বাস ছিল। ২০১৩ সালে, যদিও তিনি মানব দেহে আমাদের সকলকে বিচ্ছেদ চলে গেছেন কিন্তু রেখে গেছেন, তাঁর আশা, তাঁর চিন্তাভাবনা যা এই দেশে এবং বিশ্বেকে যুগ যুগ ধরে পথ দেখিয়ে যাবে। তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর মহান আত্মার গুণাবলী স্মরণ একটি নতুন পথের দিশা দেয় এবং দেশ ও সমাজের জন্য কিছু করার অনুপ্রেরণা সরিয়ে দেয়। দেখে মনে হচ্ছে আজও তিনি আমাদের মধ্যে রয়েছেন এবং আমাদের পথ দেখান্ন্যাকে সন্ত শত নমন।

(লেখক হিন্দুস্থান সমাচারের সাথে জড়িত।)

# পৃষ্ঠা ৬

## আগরতলায়

●**প্রথম পাতার পর**
হয়েছিল বলে পুলিশের কাছে দাবি করেন। পুলিশ তাদেরকে ব্যক্তিগত জামিনে মুক্তি দিখে বাধ্য হয়। এই ঘটনায় পুলিশ হেটলেে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে। এ অভিযানের খবর জানাজানি হতেই বিভিন্ন মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য এবং কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ইতিপূর্বেও একবার রাজধানীর আন্ধা সাহা সং নামি কিছু হোটেল এবং রেস্টুরেণ্টে সেক্স রেকর্ডের সন্ধান পেয়েছিল পুলিশ।

অভিযোগ রাজধানীতে এখন বিলাতি মদের মতই সহজলভ্য হয়ে উঠছে লাসামরী রমণীরা। ফেসবুক ,হোয়াটসঅ্যাপ এসবসব সামাজিক মাধ্যমের পাশাপাশি গুগলে সার্চ করে অনলাইনে আগরতলায় বুকিং করা যাচ্ছে পছন্দসই মহিলা সঙ্গী। নাবালিকা, সাবালিকা, গৃহবধূ থেকে শুরু করে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদে কর্মরত মহিলাদেরও অর্থের বিনিময়ে শয্যাসঙ্গী করা যাচ্ছে। বয়স, চেহারা এবং পেশাগত পরিচয়ের ভিত্তিতে ধার্য হচ্ছে ভোগ্য মূল্য। সূত্রের খবর অনলাইনে বুকিং নেওয়ার পর পছন্দসই ঠিকানায় যখনকে সন্তুষ্ট করতে চলে যাচ্ছেন পেশাদার যৌনকর্মীরা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এজেন্ট এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে রাজধানীর ঘেটা রাস্টে।

## সংঘর্ষ

●**প্রথম পাতার পর**
অন



## এভাবে খেললে চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও হারব: মেন্সি



বার্সেলোনা যে তাদের চিরচেনা দাপুটে রূপ হারাতে বসেছে, অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন লিওনেল মেসি। অধিনায়ক তাগিদ দিয়েছিলেন খেলায় উন্নতি করার, নইলে হাতছাড়া হয়ে যাবে লা লিগার মুকুট। ফলে গেছে সময়ের অন্যতম সেরা ফুটবলারের কথা। এবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ নিয়ে নিজের ভাবনার কথা জানালেন। মনে করিয়ে দিলেন, এভাবে চলতে থাকলে সেখানেও হারের বিঘ্ন তাদের সঙ্গী হবে। লা লিগায় বৃহস্পতিবার বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদ নেমেছিল ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে। জিতলেই চ্যাম্পিয়ন-এই সমীকরণ রিয়াল মিলিয়ে নিয়েছে ভিয়ারিয়ালকে ২-১ গোলে

হারিয়ে। অন্যদিকে, নিজেদের মাঠে ওসাসুনার বিপক্ষে একই ব্যবস্থানে হেরে গেছে বার্সেলোনা। লিগের মুকুট খোঁয়ানো বার্সেলোনার সামনে এখন শিরোপা বলতে বেঁচে আছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফিরে পাওয়া। আগামী অগাস্টে শেষ ষোলোর ফিরতি লেগে নাপোলির মুখোমুখি হবে কিক সেভিয়েনের দল। প্রথম পর্বে ইতালির দলটির মাঠ থেকে ১-১ ড্র নিয়ে ফিরেছিল বার্সেলোনা। প্রথম লেগের ড্র এবং একটি মূল্যবান অ্যাওয়ার্ডে গোল থাকায় সুবিধাজনক অবস্থায় আছে বার্সেলোনা। কিন্তু পুনরায় শুরু হওয়া লা লিগায় নিজেদের ছন্দহীন খেলা দেখে শঙ্কিত মেন্সি। “আমরা যদি এভাবেই চলতে থাকি, তাহলে

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নাপোলির কাছে হারব। আমি অনেকেবর বলেছি যে, যদি আমরা এভাবে খেলি, তাহলে লা লিগা জিততে পারব না এবং একই কথা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের বেলায়ও হবে।” করোনানাভাইরাসের খাবায় লিগ স্থগিত হয়ে যাওয়ার সময়ও রিয়ালের চেয়ে ২ পয়েন্ট এগিয়ে ছিল বার্সেলোনা। কিন্তু পরে পথ হারিয়ে দ্বিতীয় স্থানে নেমে যাওয়া কাতালুনিয়ার দলটি পারেনি চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের উপকণ্ঠে। এল চিরিওইতোকে দেওয়া সাফল্যকারে মেন্সি জানান লিগের এমন সমাপ্তি আশা করেননি তিনি। “মৌসুমটা এভাবে শেষ হবে, আমরা আশা করিনি। কিন্তু মৌসুমজুড়ে আমাদের বেলায়

সেটাই হলো। দুর্বল প্রতিপক্ষের বিপক্ষে এবং গুরুত্বপূর্ণ সময়ে অধরাবাহিক থাকার কারণে আমরা অনেক অনেক বেশি পয়েন্ট হারিয়েছি।” “আমরা ক্ষুধ্র। সমর্থকরা ক্ষুধ্র। কেননা, আমরা তাদেরকে কিছু দিচ্ছি না এবং তারা অধৈর্য হয়ে পড়েছে।” এখন খেলোয়াড় এবং ক্লাবের আত্মসমালোচনায় বসে পথ খুঁজে বের করার সময় বলেও মনে করেন মেন্সি। “অবশ্যই আমাদের আত্মসমালোচনা করতে হবে। খেলোয়াড় এবং ক্লাব উভয়কেই। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শুরুর আগে আমাদের হাতে সময় আছে এবং অবশ্যই আমাদের যুঁবে দাঁড়াতে হবে এবং পরিবর্তন আনতে হবে।”

## বার্সেলোনায় নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চিত সেভিয়েন

লিগ শিরোপা হাতছাড়া হয়ে গেছে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের আশা অবশ্য এখনও টিকে আছে। তবে, দলের সাদামাটা পারফরম্যান্সে তুমুল সমালোচনার মুখে পড়েছেন বার্সেলোনার কোচ কিক সেভিয়েন। এমন প্রতিকূল অবস্থায় আগামী মাসে ইউরোপ সেরা প্রতিযোগিতায় কাতালান ক্লাবটির ডাগআউটে থাকবেন কি-না, নিশ্চিত নয় মাস আগে দলটির দায়িত্ব নেওয়া। এই স্প্যানিয়ার্ড নিজেদের মাঠে বৃহস্পতিবার ভিয়ারিয়ালকে ২-১ গোলে হারিয়ে এক ম্যাচ বাকি থাকতে লিগ শিরোপা পুনরুদ্ধার করে রিয়াল মাদ্রিদ। একই সময়ে শুরু হওয়া আরেক ম্যাচে ক্যাম্প নউয়ে ওসাসুনার বিপক্ষে ২-১ গোলে হারে আগের দুই আসরের চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা (আগামী ৮ অগাস্ট, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোর ফিরতি পর্বে নিজেদের মাঠে নাপোলির মুখোমুখি হবে সেভিয়েনের দল। গত ফেব্রুয়ারিতে সান সিরোয় প্রথম লেগের ম্যাচটি ১-১ ড্র হয়েছিল ফিরতি পর্বে এই ম্যাচে বার্সেলোনার ডাগআউটে থাকবেন কি-না, এমন প্রশ্নের জবাবে অনিশ্চয়তার সুর শোনা গেল সেভিয়েনের কাছে। “আশা করছি



থাকব, তবে আমি জানি না।” ওসাসুনার বিপক্ষে হারের পর লিওনেল মেসি বলেন, দলের সবাইকে এখন নিজেদের ভুলগুলো নিয়ে ভাবতে হবে। অধিনায়কের সঙ্গে একমত কোচ। “আত্মসমালোচনার মতো কিছু বিষয়ে আমি মেন্সির কথার সঙ্গে একমত।” সেভিয়েনের বিশ্বাস, এখনও চ্যাম্পিয়ন্স লিগে তাদের ভালো সম্ভাবনা আছে। তবে নিজের ভবিষ্যৎ তার হাতে নেই। “আমার বিশ্বাস, আমরা ভিন্ন একটি দল হতে যাচ্ছি,

মানসিকভাবে শক্তিশালী দল। আত্মবিশ্বাসের চূড়ায় থেকেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মাঠে নামব।” চলতি মৌসুমে লিগ শিরোপা জয়ের দৌড়ে অনেকটা সময় পর্যন্ত এগিয়ে ছিল বার্সেলোনা। করোনানাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব গত মার্চে খেলা বন্ধ হওয়ার আগে শীর্ষে ছিল তারা। ২ পয়েন্টে পিছিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিল রিয়াল কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত বিরাতির পর থেকে ধুকতে দেখা যাচ্ছে বার্সেলোনাকে। এই সময়ে ১০ ম্যাচের মধ্যে তারা জিততে

পেরেছে কেবল ৩টি। অন্যদিকে, রিয়াল টানা ১০ ম্যাচ জিতে নিশ্চিত করেছে শিরোপা। সেভিয়েন মনে করেন, চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের মতো ভাগ্যের সহায়তা তারা পাননি। “তারা ১০ ম্যাচের সবগুলো জিতেছে এবং আমরা পয়েন্ট হারিয়েছি। কিছু ম্যাচে আমাদের জয় প্রাপ্য ছিল। আবার যেমন, আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে ড্রটা যথার্থ ছিল। কিছু জেতার জন্য যে ভাগ্য লাগে, সেটা আমাদের ছিল না। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের (রিয়ালের) ছিল।”

## লা লিগা চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদ



প্রস্তুত মঞ্চে আলো ছড়ালো রিয়াল মাদ্রিদ। শেষ দিকে কিছুটা ভুগতে হলেও কাল্পিত জয় তুলে নিল জিনেদিন জিদানের দল। দুই বছর পর লা লিগা শিরোপা জয়ের আনন্দে ভাসলো স্পেনের সফলতম দলটি। কঠোর পরিশ্রমের ফল পাওয়ার তৃপ্তি রামোসের রিয়ালে প্রতি ১৯ ম্যাচে ১ শিরোপা কোচ জিদানের। সব ম্যাচ জয়ের আত্মবিশ্বাস। ছবি: কোচের আনন্দে দো দে স্তেফানো স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার ভিয়ারিয়ালকে ২-১ গোলে হারিয়ে উৎসবে মেতে ওঠে জিদানের দল। শিরোপা জয়ের ম্যাচে নায়ক করিম বেনজেনা; দুই অর্ধে করেন একটি করে গোল। শেষ দিকে ব্যবধান কমান ইবোরা। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে রেকর্ড চ্যাম্পিয়ন রিয়ালের এটি ৩৪তম শিরোপা। এর আগে ২০১৬-১৭ মৌসুমে শেষবার লিগের মুকুট পরেছিল তারা। আক্রমণাত্মক শুরু করা রিয়াল প্রথম সাত মিনিটে ভালো দুটি আক্রমণ করে; তবে সাফল্য মেলেনি। তৃতীয় মিনিটে দানি কারভাহালের দুর্বল লবের চার মিনিট পর লুকা মক্টিচও দুর্বল শট নেন। খানিক পর লক্ষ্যবস্ত্র শটে হতাশ করেন বেনজেনাও। ১২৯তম মিনিটে গোলের দেখা পায় রিয়াল।

মাঝামাঝে প্রতিপক্ষের পাস ধরে কাসেমিরো বাড়ান সামনে। মক্টিচ বল ধরে একটি এগিয়ে ডান দিকে বাড়ান বেনজেনা। প্রতিবাদ জানায় সফরকারীরা। অবশ্য রামোসের ঢোকারণ আগেই বেনজেনা ডি-বক্সে ঢুকে পড়ায় আবার পেনাল্টি শট নিতে হয় রিয়ালকে। এবার আর কোনো বাড়তি ঘটনা নয়, নিচু শটে আসরে নিজের ২১তম গোলটি করেন ফরাসি ফরোয়ার্ড। চার মিনিট পর তারা পেতে পারতো আরেক গোল। কিন্তু টনি ক্রুসের দূর পাল্লার জেরালো শট ক্রুসবারে বাধা পায়। ৮৩তম মিনিটে ডান দিক থেকে সতীর্থের ক্রসে হেডে ইবোরার ঠিকানা খুঁজে পেলে নাটকীয়তার সম্ভাবনা জাগে। ব্যবধান কমিয়ে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে ভিয়ারিয়াল। ৮৮তম মিনিটে সমতাও টানতে পারতো তারা; তবে মুহূর্তের ব্যবধানে দুটি সুযোগ হারায় দলটি যোগ করা সময়ে জালে বল পাঠিয়েছিলেন মার্কো অসেনিসিও। তবে তাকে পাস দেওয়া বেনজেনার হাতে বল লাগায় ডিআরোর সাহায্যে হ্যান্ডবলের বর্ষা বিজ্ঞান রেকর্ড (অবশ্য ব্যবধান না বাড়লেও শিরোপা উদ্ধাসে কোনো ভাগ পেড়নি রিয়ালের

শেষ বর্ষা বিজ্ঞান সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় উদ্দামপন। ডাগআউট থেকে ছুটে যান রিয়ালের সাফল্যের কারিগর কোচ জিদান। ফরাসি কিংবদন্তির কোচিংয়ে এই নিয়ে একাদশ শিরোপা জিতল ইউরোপের সফলতম ক্লাবটি। প্রথম মেয়াদে ৯টি; আর এবার দুটি। গত জানুয়ারিতে স্প্যানিশ সুপার কাপ জিতেছিল তারা। করোনানাভাইরাস বিরাতির পর পুনরায় মাঠে গড়ানো লিগে শুরু হতে বার্সেলোনার চেয়ে ২ পয়েন্ট পিছিয়ে ছিল রিয়াল। ‘নতুন রূপে’ ফেরা লিগে তারাও যেন ফেরে নতুন চেহারায়; ১০ ম্যাচ খেলে সবকটিতেই জিতল দলটি। ৩৭ ম্যাচে ২৬ জয় ও আট ড্রয়ে তাদের পয়েন্ট ৮৬। একই সময়ে ক্যাম্প নউয়ে শুরু হওয়া ম্যাচে ওসাসুনার বিপক্ষে ২-১ গোলে হেরে গেছে বার্সেলোনা। আসরে এটি তাদের ষষ্ঠ পরাজয়। ২৪ জয় ও সাত ড্রয়ে কাতালান ক্লাবটির পয়েন্ট ৭৯। গেরোনায়ের মাঠে ২-০ গোলে জেতা আতলেতিকো মাদ্রিদ ৬৯ পয়েন্ট নিয়ে আছে তিনে। ২ পয়েন্ট কম নিয়ে চতুর্থ স্থানে আছে সেভিয়া। আগামী মৌসুমে এই চার দল খেলবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে।

## এএফসির ‘সেরা পাঁচে’ জীবনের গোল

ফ্লিক, ট্রিকস ও ব্যাকহিল-এই তিন ক্যাটাগরিতে এএফসি কাপের সেরা পাঁচ গোলের তালিকায় ঊঁই পেয়েছে আবাহনী লিমিটেডের ফরোয়ার্ড নাবীব নেওয়াজ জীবনের গোল। এফসি কাপের গত কয়েক বছরের গোলগুলো এই তিন ক্যাটাগরিতে বিবেচনায় নিয়েছে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (এএফসি)। ২০১৯ সালের ১৭ এপ্রিলে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে ভারতের দল মিনেরভা পাঞ্জাবের বিপক্ষে করা জীবনের গোলটি আছে তালিকায়। ২-২ ড্র হওয়া সেই ম্যাচের ২০তম মিনিটে গোলটি করেছিলেন জীবন। হাইতির ফরোয়ার্ড কেরভেন ফিলস বেলফোর্টের ব্যাকহিলে তার নির্খুঁ ফ্লিক চোখের পলকে খুঁজে নিয়েছিল জাল। এই গোলেই প্রথম দফায় সমতায় ফিরেছিল ঘরোয়া ফুটবলের ঐতিহ্যবাহী দল আবাহনী। এই তালিকায় আছে উজবেকিস্তানের দল নাসাফের হয়ে ২০১১ সালের এএফসি কাপে করা লাটভিয়ার ফরোয়ার্ড আন্দ্রেইস পেরের পেলাতকিনস,



ইরাকের দল আরবিলের হয়ে ২০১২ সালে করা আমজাদ রাখির গোল। তালিকার বাকি দুটি হলো, জর্ডানের দল আল ওয়েহদাতের

হয়ে ২০১৯ সালে করা বাহা ফয়সাল ও সিদ্দাপুরের দল হোম ইউনাইটেডের হয়ে করা ফাহিজ নুরের গোল। এই তিন

ক্যাটাগরির মধ্যে সেরা গোল নির্বাচনের জন্য আগামী ২৩ জুলাই পর্যন্ত ভোট দিতে পারবেন ফুটবলপ্রেমীরা।

## চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের চেয়ে বেশি আনন্দ হচ্ছে জিদানের!

ইউরোপ সেরা আসরে দারুণ আলো ছড়ালো লা লিগায় কিছুটা মলিন ছিল রিয়াল মাদ্রিদ। লিগ শিরোপা জয়ের পর তাই জিনেদিন জিদান ভাসছেন অনারকম আনন্দে। দলটির কোচ জানালেন, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের চেয়ে লিগ শিরোপা জয় তার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আলফ্রেদো দি স্তেফানো স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার করিম বেনজেনার জোড়া গোলে ভিয়ারিয়ালকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে লা লিগার শিরোপা পুনরুদ্ধার করে রিয়াল। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে রেকর্ড চ্যাম্পিয়ন রিয়ালের এটি ৩৪তম শিরোপা এবং ২০১৭ সালের পর প্রথম রিয়াল কোচ হিসেবে

টানা তিনটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতা জিদান লা লিগায় পেলেন দ্বিতীয় শিরোপার স্বাদ। ২০১৬-১৭ মৌসুমে প্রথম লিগ শিরোপা জিতেছেন জিদান। তার অধীনে ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ মৌসুমের

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছিল মাদ্রিদের দলটি। এছাড়া দুটি করে স্প্যানিশ কাপ, উয়েফা সুপার কাপ ও ফিফা ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছেন জিদান।

**বিজ্ঞপ্তি**  
গত ১০ই এবং ১৫ই জুলাই, ২০২০ ইং তারিখের স্থানীয় সংবাদ পত্রিকায় আগামী ২১শে জুলাই, ২০২০ ইং (মঙ্গলবার) তারিখে রাজ্যের সমস্ত ভিলেজ কমিটি/গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে একটি বিশেষ গ্রাম সভার আয়োজন করার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। মুখ্যসচিবের কার্যালয় থেকে গত ১৪-০৭-২০২০ ইং তারিখে জারি করা আদেশমূলে (No.F.2(1)CS/Home/2020) ১৭-০৭-২০২০ ইং তারিখ থেকে ২৩-০৭-২০২০ ইং তারিখ পর্যন্ত রাজ্যের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় সম্পূর্ণ লকডাউন জারি হওয়ার কারণে উক্ত বিশেষ গ্রাম সভার আয়োজন স্থগিত রাখা হল। এই ক্ষেত্রে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকার ভিলেজ কমিটি/গ্রাম পঞ্চায়েতে বসবাসকারী এম জি এন রেগার জবকাউন্সিলারদের আবেদন গ্রহণ করার তারিখ ০১শে জুলাই, ২০২০ ইং পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।  
খনাবাদান্তে অতিরিক্ত সচিব গ্রামোন্নয়ন দপ্তর

